পরিচয়

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়

এম, এস্ সি, বি, এল

— প্রথম অভিনয় —

শ্রীরঙ্গম্

১০ই আগষ্ট ইং ১৯৪৯

নাট্যাচার্য্য

শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয়ের

করকমলে

যিনি একজন অখ্যাতনামা লোকের বই নিজের মঞ্চে অভিনয় শুধু করাননি, সমস্ত বিরুদ্ধ মন্তব্য এক গণ্ডূষে পানও করেছেন; যিনি বইয়ের নামকরনই শুধু করেননি, অনেক জায়গায় কলমও ধরেছেন; যাঁরা তাঁকে একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও শ্রেষ্ঠ প্রয়োগাচার্য্য বলেই জানেন তাঁরা তাঁকে কতটুকু জানেন!

পাত্র পরিচয়

রায় বাহাদুর শশাঙ্ক চাটুর্য্যে	...	...		শ্রীশিশিরকুমার ভাতুড়ী
নরেশ ব্যানার্জ্জী	...	...	...	শ্রীকমল মিত্র
ডাক্তার আলি	...	...	...	শ্রীভবানীকিশোর ভাদুড়ী
নীরদ চৌধুরী	...	...	...	শ্রীবাণীব্রত মুখোপাধ্যায়
নিবারণ চৌধুরী	...	...	...	শ্রীরাজকুমার মল্লিক
রায় বাহাদুর অনন্তলাল		...	...	শ্রীআদিত্য ঘোষ
বৈরাগী	...	...	...	শ্রীগণেশ শর্ম্মা
আরদালী	...	...	...	শ্রীকার্ত্তিক মিত্র
খোকা	...	...	...	কুমারী মঞ্জু

পাত্রী পরিচয়

মমতা	...	...	...	শ্রীমতী নিভাননী
নিভা	...	...	...	শ্রীমতী রেবা
শুভা	...	...	...	শ্রীমতী বীণা
লতা	...	...	...	শ্রীমতী শেফালিকা (পুতুল)

পটপরিকল্পনা—শ্রীসুবোধ কুমার ঘোষ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নীরোদ—লতা লতা ঝড়ে আমার বাতিটা নিভে গেল।

লতা—যাচ্ছি—যাচ্ছি, এ ঘরের লণ্ঠনটা নিয়ে যাচ্ছি। (প্রবেশ) এই নাও (হ্যারিকেন উস্কে দিয়ে ঘড়ি দেখিল) ওমা রাত্রি যে সাড়ে এগারটা হয়ে গেল। আজ আর ঘুম টুম হবেনা নাকি। এখানেও যদি এরকম অনিয়ম করো তা হলে এত খরচ পত্তর কোরে দেওঘরে চেঞ্জে আসবার কি দরকার ছিল? আর ইস্কুলের সেক্রেটারীর খোসামোদ করে ছুটি নেবারই বা কি দরকার ছিল? না বড্ড বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছ আজকাল। এ রকম করলে শরীর থাকে? উঠ, আর না ঢের হয়েছে।

নীরোদ—গেল আজকের মত সব গেল। যাক গে (একটা সিগারেট ধরাতে গিয়ে) উঃ কি ঝড় খোকা ঘুমিয়েছে।

লতা—তবু ভাল এতক্ষণে পৃথিবীর কথা মনে পড়ল, খোকা অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছে, আমারও এক ঘুম হয়ে গেল। এখন খোকার বাবা ঘুমুতে গেলে বাঁচি।

নীরোদ—যাচ্ছি যাচ্ছি একটু সবুর কর। কদিন ধরে চেষ্টা করছি কিন্তু কিছুতেই প্লটটা পরিষ্কার হচ্ছে না। কিছুতেই একটা বড় ভাব ফুটিয়ে তুলতে পারছি না।

লতা—একখানা বই লিখেই তোমার সব প্লট ফুরিয়ে গেছে।

নীরোদ—তার মানে?

লতা—তোমার সরোজিনীর গল্প—ওতো তোমার নিজের কথা।

নীরোদ—অর্থাৎ?

লতা—অর্থাৎ আমার আগে যাকে তুমি ভালবেসেছিলে সেই তোমার বইয়ের সরোজিনী—তার বাবা তোমার সঙ্গে বিয়ে দিলেনা—তুমিও মনের দুঃখে বই লিখলে।

নীরোদ—তুমি হাত গুনতে জান দেখছি।

লতা—আমার হাত গুনতে হয়না গো, হ্যাঁগা—তোমার সে সরোজিনী দেখতে কেমন? আমার চেয়ে সুন্দর না?

নিরোদ—তোমার কি মাথা খারাপ হলো নাকি ?

লতা—মাথা খারাপ বৈকি ! আচ্ছা—তোমাদের বিয়ে হোল না কেন ? তুমি ত ভাল ছেলে, তোমার বাবা অত বড় Advocate. কিন্তু তারা মত করলো না কেন ?

নীরোদ—না: তোমার মাথা সত্যিই খারাপ হয়েছে দেখছি।

লতা—সত্যিই ! তুমি বড়লোকের ছেলে। ইচ্ছে করলে কত কি হতে পারতে। বাপ মার অমতে আমাকে বিয়ে করেই না এত কষ্ট পাচ্ছ—

নীরোদ—ও সব কথা আর কেন লতা ?

লতা—আমি বলি এইবার একবার বাড়ী যাও। বাপমার ওপরে অভিমান রেখোনা। বাপ মার কাছে ছোট হওয়াই ভাল।

নীরোদ—হায়রে বাপ মা আর হায়রে অভিমান।

লতা—কি হোলো ;

নীরোদ—দেখ বাপ মার বিরুদ্ধে গিয়ে বাপ মার ওপর অভিমান বোকারাই করে, আমি কেন করবো। (হাসি) আমাকে তুমি শেষে এই বুঝলে এতদিন পরে ?

লতা—কত বছর হয়ে গেল। এতদিনে তাঁদের রাগ পড়েছে নিশ্চয়। তোমাকে একবার দেখলেই তাঁরা সব ভুলে যাবেন। একবার যাও—

নীরোদ—তাই যদি পারতাম তা হলে ভাবনা ছিল কি ? সব হবে কেবল ওইটা হবে না। সেই যে একদিন

এমন এক ঝড়ের রাতে চলে এসেছি—এখনও ত যাইনি। চলে'ত যাচ্ছে।

লতা—একে চলে যাওয়া বলে? এই স্যাঁত সেঁৎতে ঘর, এই সব সময় চিন্তা, কি ছিলে আর কি হয়েছ বল দিকি?

নীরোদ—জীবনটা পরিবর্ত্তন শীল। একদিন এমন ছিল না—আবার একদিন এও থাকবে না।

লতা—আমার দেখে কষ্ট হয়। তাই বলি—শেষে একটা দেড়শো টাকা মাহিনের ইস্কুল মাষ্টার হলে? কত বড় বড় স্বপ্ন ছিল—বড় ব্যারিষ্টার হবে--বড় প্রফেসর হবে—সব গেল--আর এই যে ছাই রাত জেগে জেগে এত লিখছ—কে পড়বে এসব বলতো?

নীরোদ—কে পড়বে? একদিন সকলকেই পড়তে হবে। আমার লেখা সেত আমার খেলা নয়—সে আমার সাধনা (লতার হাসি) বুঝলে? আমার নিজেকে খুজে বেড়ান। না না লতা তুমি এখন বিশ্বাস না করতে পারো কিন্তু আমি বলছি একদিন আমার লেখা সকলকেই পড়তে হবে। একদিন দেখো আমার লেখার মধ্যে দিয়েই দেখাব মানুষ কি করে দুঃখকে জয় করে। দুঃখের মধ্যে দিয়ে কি করে মানুষের অতিমানব রূপ বেরিয়ে আসে। না না আমি Crushed হব না। আমি পরাজয় স্বীকার

করবো না। লক্ষিমটী তুমি শুতে যাও। আমায় আর ও খানিক্ষণ চেষ্টা করতে দাও।

লতা বাবা—লেখাতো নয়—যেন নেশায় পেয়েছে (হাই তুলে) যাই আমার ঘুম এসে গেছে। (যেতে যেতে) দরজাটা খোলা যে—বন্ধ করে দিয়ে যাই।

নীরোদ—না না বাইরের উন্মত্ত প্রকৃতিকে এই বন্ধ ঘরে একটু আসতে দাও।

লতা—তাই ভাল। কিছুক্ষণ উন্মত্ত প্রকৃতির আলাপ করো কিন্তু শুতে যাবার আগে বন্ধ করে যেতে যেন ভুলো না (প্রস্থান)।

নীরোদ—না-না-আশা—আশা নিয়েইত মানুষ বেঁচে থাকে ভবিষ্যতের মানব কখনো পরাজিত মানব হতে পারে না।

(নিভা সন্তর্পণে প্রবেশ করিল। আস্তে আস্তে রেণকোট খুলে পাশের ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বারান্দার দরজাটা একটু শব্দ করে বন্ধ করে দিল।)

নীরোদ—(শব্দে চমকিয়ে উঠে আগন্তুককে দেখে বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠে) একি! নিভা! তুমি!

নিভা—(মুখে আঙ্গুল দিয়ে চুপ করতে ইঙ্গিত করে) হ্যাঁঃ—আমি নিভা।

নীরোদ—তুমি এখানে কি করে এলে নিভা?

নিভা—যেমন কবে তুমি এলে। আমি ও এখানে চেঞ্জে এসেছি। অত আশ্চর্য্য হচ্ছ কেন ? দেওঘর একটা চেঞ্জের জায়গা। এখানে যার ইচ্ছা সেই আসতে পারে। এক কম্পাউণ্ডেই আছি। তুমিত আমাদের out house টাতেই আছ। ক'দিন তোমাদেব দেখছি। এখন আলো জ্বলছে আর দরজা খোলা দেখে চলে এসেছি। কি হল! কোন কথাই বলছ না যে। হঠাৎ মূর্ত্তিমান অমঙ্গ-লের মত উদয় হলাম না কি ?

নীরোদ—না-না মঙ্গল—অমঙ্গলের প্রশ্ন নয়।

নিভা—তবে কি ভাবছ কি।

নীরোদ—ভাবছি—তুমি এখন হঠাৎ এই রাত্রে, এই দুর্যোগে একা ?

নিভা—কি করব! তুমি যে আসতে বাধ্য করালে।

নীরোদ—আমি বাধ্য করালাম ?

নিভা—তুমিই বাধ্য করেছ—তোমাকে বই লিখতে কে বলেছিল ?

নীরোদ—কেন ?

নিভা—যে সব কথা কেউ জানে না তাই নিয়ে ছাপার অক্ষরে পাঁচজনকে জানাবার কি দরকার ছিল।

নীরোদ—তুমি কি বলছ আমি বুঝতে পারছিনা।

নিভা—কি করে বুঝবে—তোমাকেত ভুগতে হচ্ছে না

তোমার বই আমার স্বামীর হাতে পড়েছে—তিনি পড়ে পড়ে আমাকে শোনাচ্ছেন আর জানাচ্ছেন।

নীরোদ—তোমার স্বামী আমার বই পড়েছেন। এত আনন্দের কথা—তোমার জ্বলবার কি হেতু ঘটলো ?

নিভা—হেতু ঘটেছে। দিবারাত্র শুনছি মেয়েদের নিন্দা, সরোজিনী দুজনকে ঠকালো—যাকে ভালবাসতো তাকে বিয়ে করলোনা—যাকে বিয়ে করলো তাকে ভালবাস্‌লোনা—মেয়েরা এমনিই বটে—একেবারে জাত তুলে কথা আমি আর পারিনে, তুমি লেখা বন্ধ করো।

নীরোদ—লেখা বন্ধ করবো, মানে ?

নিভা—দেখ ভুলতে আমিও পারবো না—তুমিও পারবে না, যা কিছু লিখতে যাবে তাতেই পুরান কথা উঁকি মারবে। লক্ষীটি—তুমি লেখা বন্ধ করো—তোমার যা কিছু লোকসান হবে আমি তা পুরণ করে দেবো।

নীরোদ—এতক্ষণ লক্ষ করিনি হুঁ ধনীর ঘরে বিয়ে হয়েছে বটে। বড়লোকের জয় জয়কার হোক-তা রাস্তাতেও ত ভিখারি আছে ?

নিভা—হুঁ খুব বড় বড় কথা বলছো। কিন্তু আমিও দেখছি তোমার হাল দারিদ্রে গর্ব করবার কিছু নেই।

নীরোদ—ও আলোচনা থাক।

নিভা—সাধ করে গরীবের ঘরে বিয়ে না করলেই হোত। বাপ-মাত ভাল সম্বন্ধই করেছিলেন—অবাধ্য হয়ে এই দুঃখ পাবার কি দরকার ছিল ? ভালবেসে বিয়ে করেছ নাকি ?

নীরোদ—হ্যাঁ তাই। তবে তোমার পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত। তোমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার কিছুদিন পরে—লতা মানে আমার বর্ত্তমান স্ত্রী সঙ্গে আলাপ হয়—মনের মিল হোল কিন্তু জাত মিললোনা। তোমার বাবার বাধা পড়েছিল কুষ্টিতে—আমার বাবার বাধা পড়লো জাতে। কিন্তু যাক অনেকদিন পরে দেখা অন্য কথা কও।

(খোকার প্রবেশ)

খোকা—(চোখ রগড়াতে রগড়াতে) বাবা।

নীরোদ—এ কি। উঠে এসেছ।

নিভা—কে ?

নীরোদ—কে মনে হয়।

নিভা—এই তোমার ছেলে ? বাঃ এস খোকা এস। (কোলে নিয়ে) কি সুন্দর ঠাণ্ডা ছেলে। হ্যাঁ খোকা আমি কে হই বলত !

খোকা—মাসিমা।

নিভা—মাসিমা, আচ্ছা তাই হোক। তোমার শালীই হই। ভগবান আমার কোলে কেন এমন একটি

দিলেন না? হ্যাঁ বাবা মাসীর কাছে কি নেবে বল।

খোকা—আমায় একটা বল দেবে মাসিমা?

নিভা—কেন? তোমার বল নেই?

খোকা—সেত ন্যাকড়ার বল ভাল নয়।

নিভা—(নীরোদের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে) আদর্শবাদী সেজেছ? ছেলেকে একটা ভাল বল কিনে দেবার শক্তি তোমার নেই?

নীরোদ—না।

নিভা—আচ্ছা তোমার বাবার কাছে ফিরে যাচ্ছ না কেন?

নীরোদ—তাই ভাবছি।

নিভা—তেমনি একগুঁয়েই আছ। আমায় দেবে তোমার ছেলেকে? আমি মানুষ কর্ব।

নীরোদ—নিয়ে যাও।

নিভা—কিন্তু এর মা। সে ছাড়বে কেন? (দীর্ঘশ্বাস) তাকে তুমি ভালবাসো? না।

নীরোদ—না কেন? মাঝখানে যে কত বছর কেটে গেল। গঙ্গায় যে কত জল বয়ে গেল—

নিভা—আবার ভালবাসতে পারলে?

নীরোদ—কেন পারব না? গাছের একটা ডাল কেটে দিলে আর একটা ডাল হয় না কি?

নিভা—কিন্তু—

নীরোদ—কিন্তু থাক।

নিভা—একি খোকা যে ঘুমিয়ে পড়ল।

নীরোদ—মা, মাসীর কোল পেলে খোকারা ঘুমিয়েই থাকে। ওকে শুইয়ে দিয়ে তুমি এবার যাও। এভাবে এসময় আসা ঠিক নয়। আমারত স্ত্রী আছে।

নিভা—স্ত্রী। আমিওত একজনের স্ত্রী। হাঁসি পায়। যদি জানতে সব কথা।

নীরোদ—তোমার স্বামীর কথা।

নিভা—হ্যাঁ।

নীরোদ—তিনি তোমায় ভালবাসেন না?

নিভা—না।

নীরোদ—আর তুমি?

নিভা—হ্যাঁ আমিও পারলামনাই বলতে হবে।

নীরোদ—আমি সব শুনবো, কিন্তু পরে। এখন তুমি যাও। অনুগ্রহ করে যাও।

নিভা—তাড়িয়ে দিচ্ছ।

নীরোদ—দিতে হচ্ছে। একদিন কত করে ডেকেছিলাম। আজ যেতে বলতে হচ্ছে।

নিভা—এ আমাদেরই ভুলের ফল।

নীরোদ—আমাদের বলো না। আমার বল। আমিত প্রস্তুত ছিলামই।

নিভা—না ছিলে না। কেন জোর করলে না? কেন হরণ করলে না?

নীরোদ—আমায় পাগল করোনা। তুমি যাও। তোমার স্বামীর কাছে যাও।

নিভা—স্বামী? কাকে বলছ আমার স্বামী।

নীরোদ—আঃ কি আরম্ভ করলে। তুমি এখন পরস্ত্রী। যাও স্ত্রীর কর্ত্তব্য পালন করগে।

নিভা—স্ত্রীর কর্ত্তব্য। আচ্ছা। কিন্তু অনুগ্রহ করে আমার স্বামীর জন্য চিন্তিত হয়ো না। তিনি হঠাৎ জেগে উঠলেও আমার অভাব অনুভব করবেন না। ব্যস্ —চুপ। আর বেশী জিজ্ঞেস করো না। আর বলতে ও পারবো না।

নীরোদ—তোমার স্বামী অসচ্চরিত্র?

নিভা—জানি না। ভাবি এরই সঙ্গে হল কিনা আমার কুষ্ঠির মিল। ঠিকুজি, কুষ্ঠি, গণ, রাশি সব মিললো এরই সঙ্গে। আর মিললো না তোমার সঙ্গে।

নীরোদ—বড় দুঃখ পেলাম এ কথা শুনে নিভা।

নিভা—দুঃখের এখন হয়েছে কি। এক কম্পাউণ্ডে আছ যখন অনেক কিছুই দেখবে। এক কম্পাউণ্ডে কেন তুমি তাঁরই ভাড়াটে।

নীরোদ—ওঃ তাই নাকি।

নিভা—তাই বলছি—আলাপ হবেই। দেখো সার্থক পুরুষ তিনি। এরকম লোক সংসারে বিরল।

নীরোদ—তোমরা কি দুজনে এসেছ। না সঙ্গে আর কেউ আছে।

নিভা—হ্যাঁ—আমার বাবা। আমার বোনেরা। আর ওর এক বন্ধু ডাক্তার। মুসলমান।

নীরোদ—মুসলমান? ওই এক বাড়ীতেই আছ? এই Riot এর দিনে?

নিভা—হ্যাঁ—উনি বলেন আমি হিন্দু-মুসলমানের একতায় বিশ্বাসী—আর আশ্চর্য্য আমার বাবা অত orthodox ত? কিন্তু ওঁকে খুব ভালবাসেন। ছেলের মত প্রায়, মুসলমান বলে মনেই করেন না। সময় সময় আমাদেরই আশ্চর্য্য লাগে।

নীরোদ—হিন্দু মুসলমানের একতা। Nonsense! সোনার পাথর বাটি। সোনার পাথর বাটি। (ভেতর থেকে)

লতা—খোকা! খোকা কোথায় গেল?

(শব্দ শুনে দুজনে পাথর হয়ে গেল—লতার প্রবেশ)

লতা—একি! কে আপনি?

নিভা—কে আমি। তাইত কি বলি।

লতা—তুমি কিছু বলছ না যে। চুপ করে রয়েছ যে।

নীরোদ—কিযে বলি তাইত ভাবছি।

লতা—এরকম অদ্ভুত কাণ্ডত' কখনও দেখিনি ।

নিভা—আপনার স্বামীর সঙ্গে আমার একটু কথা ছিল।

লতা—এত রাত্রে ? বুঝতে পাচ্ছিনা ত ?

নিভা—আর দরকার নেই বুঝে। আমি যাচ্ছি।

লতা—কিন্তু কে আপনি ? আগে পরিচয় দিয়ে যান।

নিভা—তাও দরকার নেই জেনে।

লতা—দরকার নেই ? দেখেত মনে হচ্ছে ভদ্রঘরের। সিন্দুঁর মাথায় রয়েছে—নোঁয়াও রয়েছে হাতে তাহলে আর মাঝরাত্রে আমার স্বামীর ঘরে কেন ? কে আপনি ? পরিচয় দিন। নইলে চেঁচামেচি করব।

নিভা—বড় অভদ্রের মত কথাবার্ত্তা আপনার।

লতা—আর বড় ভদ্রের মত ব্যবহার আপনার। মাঝরাত্রে আমার স্বামীর ঘরে এসে আমাকেই ধমকাচ্ছেন। কে আপনি ? কিসের জোর এত ?

নিভা—ও এখন ভারি আপনার হয়েছেন দেখছি। তখন ছিলেন কোথায় ?

লতা—কখন ছিলাম কোথায় ?

নিভা—সেদিন-যেদিন আপনার স্বামী আর আমার মধ্যে আর কেউ ছিল না।

নীরোদ—আহাহা চুপ করো না—তুমিও যে—

লতা—তুমিই বল না ইনি কে ? শীগ্‌গির বল কে ইনি ?

নীরোদ—বলছি-বলছি দাঁড়াও। নাঃ আর গোপন

করে লাভ নেই। হ্যাঁ তুমি ঠিক ধরেছিলে। সরোজিনী রক্ত মাংসের মানুষই বটে। এই সরোজিনী।

(এক পাশে সরে গেল। দুজনে মুখোমুখি চেয়ে রইল। এক মিনিট চুপচাপ। বাইরে হঠাৎ দরজায় টোকার শব্দ হল)

(বাইরে) আমিও আসতে পারি কি ?

নীরোদ—কে আপনি।

নিভা—মাগো।

(বাইরে) কে আমি সেটা ভেতরে এলেই বুঝতে পারবেন।

নীরোদ—আসুন।

[নরেশের প্রবেশ। দাম্ভিক, ক্রুর, বেঁটে, মোটা, গৌরবর্ণ, টাকওয়ালা ভদ্রলোক। পরনে ড্রেসিং গাউন। মুখে সিগারেট, হাতে ছাতা]।

নরেশ—বাইরে থেকে তোমার সুমিষ্ট আওয়াজ পাচ্ছিলাম। ভাবলাম আমারও একটু জায়গা হবে নাকি ? (জলসিক্ত ছাতা ঝাড়তে লাগল) হাঃ হাঃ হাঃ-একি পাষাণ হয়ে গেলে নাকি ? যাকে বলে প্রস্তরীভূত ? এ Pose এতো দেখাচ্ছে ভালই। তারপর ? (সিগারেট ফেলে দিয়ে আর একটা ধরিয়ে) আমি কি মূক অভিনয় দেখছি নাকি ? Tablenx Vivant. সকলেই চুপচাপ যে। একেবারে speak টি not।

আচ্ছা আমিই সুরু করছি। প্রথম নম্বর গৃহস্বামীকে নমস্কার।

(ভনিতা করে নমস্কার করিল)

নীরোদ—বুঝতে পাচ্ছিনা আপনি কে?

নরেশ—বুঝতে পাচ্ছেন না? তাহলেত আপনার বুদ্ধির প্রশংসা করতে পারছি না। এই বুদ্ধি নিয়ে কি পড়ান তাহলে মাষ্টার মশাই? আমি-আমি এই মহিলার বর্ত্তমান স্বামী। স্বামী। a **harmless word, meaning nothing! a mere form, a Convention.** কিন্তু মধ্যরাত্রে আপনার ঘরে এসে যে রকম বিশ্রম্ভালাপে নিযুক্তা তাতে মনে হয় স্বামী বুঝি আপনিই।

নীরোদ—কি চান আপনি?

নরেশ—কিছু না। একটু গল্প করতে এলাম, আমারও কি সখ হয় না? দেখুন হাতে কিছুই নাই। না Revolver না মস্ত ছুরী, **not even a wretched** pen Knife! melodramatic আমি পছন্দ করি না। জীবনে এ সব হয়ই। accept ও করে নিতে হয়—gracefully শুমুন আমি হচ্ছি সেই আশ্চর্য্য লোক যে হিন্দু মুসলমানের একতায় বিশ্বাসী সে একতাকে আপনি এখনি সোনার পাথর বাটি বলে উপহাস করেছেন action. এখন বুঝতে

পাচ্ছেন ত আপনাদের মধুর আলাপ সবই শুনেছি আর এত হেসেছি। উঃ পেটে খিল ধরে গেছে। স্ত্রী পরপুরুষের সঙ্গে প্রেমালাপ করছে দেখে এত হাসি পায় কে জানতো। একজন বলছেন—কেন জোর করে হরণ করলে না। আর একজন চক্ষু ছানাবড়া করে বলছেন অ্যাঁ হৃদয়ের ওপর জোর। হাঃ হাঃ হাঃ যাক thanks for the treat! হ্যাঁ আর এক কথা। শুনুন। আমার স্ত্রী মনে করেন ভগবান ওর উপর অত্যন্ত অবিচার করেছেন, যা হলে হতে পারতো একটা তপোবন তা এই কাটখোট্টাকে বিয়ে করে হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা কচুবন। হেঃ হেঃ হেঃ funny সিমিলি Isn't it?

নীরোদ—তা যদি হয়েই থাকে—কি করা যাবে তাহলে?

নরেশ—কিছু না। প্রচুর হাস্য করা যাবে। অত গম্ভীর গলায় বলছেন কেন? গাম্ভীর্য্যকে আমি ভারি ভয় করি। আমিত বলি কিছু না। কিন্তু এরা বোঝে না যে। মিছামিছি অভিনয় করে যায়। তবে হ্যাঁ আশ্চর্য্য সুন্দর অভিনয় তা মানতে হবে বৈকি। স্বামীর সঙ্গে কাপট্যের নির্ভুল অভিনয়—নির্ভুল। নির্ভুল। Greta Garbo ও লজ্জা পাবে।

নিভা—তুমি—তুমি জানতে পেরেছ সব?

নরেশ—পেরেছি বৈকি। নইলে পৃথিবীর এত ভাল ভাল

বই থাকতে এই অখ্যাত গ্রন্থকারের বই আনতে গেলাম কি দুঃখে। ওকি অত মুসড়ে পড়লে কেন? আরে হাসো। হাসো। জানতাম বলেইত এত উপভোগ কর্ত্তাম; হাঃ-হাঃ-হাঃ-হোঃ-হোঃ-হোঃ-হিঃ-হিঃ-হিঃ।

নীরোদ—আপনি অতি নীচ।

নরেশ—অত্যন্ত। অত্যন্ত।

নীরোদ—নিভা শেষে এই লোকের সঙ্গে তোমার বিয়ে হল?

নিভা—হ্যাঁ এঁরই সঙ্গে নাকি আমার কুষ্ঠির মিল হল।

নরেশ—এরপর বলুন—ওঃ অদৃষ্টের কি নির্ম্মম পরিহাস। চমৎকার হবে। বুক চাপড়ে বলুন—নাটকীয় হবে।

লতা—আমি চল্লাম খোকাকে নিয়ে।

নরেশ—আহা হা দাঁড়ান—দাঁড়ান দেবী। কবি পত্নীকে নমস্কার। লেখকের বই পড়ে প্রথম প্রথম কৌতুহল জাগতো—না জানি কবি পত্নী কেমন? নাঃ ভয়ঙ্কর কিছু নয় সাদা মাঠা। Simple। দেবী—এ পুরুষ সিংহকে বন্দী করলেন কোন শক্তিতে তাই ভাবছিলাম। এখন বুঝেছি—Simplicityর শক্তিতে। হ্যাঁ-আপনার সঙ্গে আলাপ করতে আমি অতিমাত্রায় ব্যাগ্র হয়ে উঠেছিলাম! মানে কত যে ব্যাগ্র হয়েছিলাম তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। রোজই আপনাদের কপোত কপোতীকে বেড়াতে

দেখতাম। মাঝে মাঝে মৃদু কুজনও শুনতাম। আর বুকটা জ্বলে জ্বলে উঠতো ভাবতাম এ ক্রৌঞ্চা-মিথুনকে বধ করা যায় না কি।

লতা—আপনি কি মদ খেয়েছেন নাকি!

নরেশ—অ্যাঁ-মদ কি করে জানলেন আপনি!

লতা—কেমন করে জানি না—সবই জানতে পেরে যাই আমি। আমার মন বলে দেয়। চল খোকা—এখানে থাকাও পাপ। (প্রস্থান)

নরেশ—ওকি চলে গেলেন। শুনুন। শুনুন না: দাড়ালেন না বড্ড তেজী মেয়ে ত। যাকে বলে ভস্মাচ্ছাদিত—কি যেন—যাক কি আর করা যাবে। অত্যন্ত আকস্মিক এই চলে যাওয়া। একেবারে যেন তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া। আমারও মতন লোককে। এইত সবে সুরু হচ্ছিল। যাক এখন রইলাম আমরা তিনজনা, অত্যন্ত বিসদৃশ সংখ্যা। Two is music, Three is trouble. অতএব বিদায় নেই। আহা হা থাকো থাকো আসতে হবে না—আসতে হবে না। ছায়াসম জীবন সঙ্গিনীত তুমি নও যে সুর সুর করে পেছনে পেছনে আসবে। আমার আপত্তি নেই কেবল জানিয়ে দিয়ে গেলাম আমার অজানা কিছু থাকে না। আচ্ছা good bye কবি আর good bye কবির মানসী অর্থাৎ

আমার স্ত্রী। একজনের স্ত্রীত বিদায় নিয়েইচে আর একজনের স্বামী ও এবার বিদায় নিক। তারপর থাকুন lover দুটী। খোলা মাঠ আর প্রচুর অবসর (প্রস্থান ও পূনঃ প্রবেশ) Excuse me। ছাতাটা ছেড়ে গিয়াছিলাম। আচ্ছা cheerio কবি (প্রস্থান)।

নিভা—ঠিক পেছু পেছু এসেছে। আর সব শুনেছে। এই যে দেখে গেল এবার আমার বাঁচা মুস্কিল হবে। আমার সমস্ত ইতিহাস সংগ্রহ করেছে আর একটু একটু করে বিঁধছে।

নীরোদ—আচ্ছা আমায় চিন্তা করতে দাও। আর তুমি এবার যাও। যাও যাও নিভা যাও।

নিভা—কি অমানুষ তুমি। আমায় ওই জানোয়ারের কাছে ঠেলে দিচ্ছ ?

নীরোদ—নইলে কি আমার কাছে রাখবো ? এই মনে করেই কি তুমি এসেছ ? দেখছ না আমার স্ত্রী রাগ করে চলে গেছে। কি জানি কেমন করে ও সব জেনে যায়। যাও—যাও—নিভা যাও আমায় কঠিন হতে বাধ্য করোনা—যাও।

নিভা—কোথায় যাই ?

নীরোদ—তোমার স্বামীর কাছে।

নিভা—ও। তুমিও যে এখন সমাজের একজন হয়েছ

দেখছি। Moral! সহধর্ম্মিনীর সঙ্গে থেকে moralist হয়েছ দেখছি।

নীরোদ—হ্যাঁ তোমায় নিষেধ করছি। যাও।

নিভা—আচ্ছা তাহলে যাচ্ছি। একান্তই যখন যেতে হবে—

(ধিরে সুস্থে রেণকোট গায়ে দিয়ে কিছুক্ষণ নীরোদের মুখের দিকে চেয়ে থেকে)

গঙ্গায় অনেক জল বয়ে গেছে না?

নীরোদ—হ্যাঁ।

নিভা—আর গঙ্গোত্রীতে ফিরবার উপায় নেই না?

নীরোদ—না—কিছুতেই না।

নিভা—আচ্ছা তাহলে গঙ্গার জল থাক—যেখানে খুসী বয়ে যাক। যার কাছে খুসী বয়ে যাক। পরে কিন্তু দোষ দিও না আমাকে। এইটুকু শুধু বলে গেলাম।

(নিঃশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে প্রস্থান। (লতার প্রবেশ)।

লতা—গেল চলে ওরা?

নীরোদ—হ্যাঁ।

লতা—উঃ কি সাংঘাতিক লোক অ্যাঁ!

নীরোদ—হ্যাঁ সংঘাতিক লোক তাতে সন্দেহ নেই।

লতা—আমিত ভাবতেই পাচ্ছি না—কি করে আর এক-জনের ঘরে এত রাত্রে লোক আসতে পারে।

নীরোদ—ভাববার কথাই বটে। আর তোমার পক্ষেত অত্যন্ত Shocking বটেই।

লতা—তোমাদের ভেতর বুঝি ভালবাসা ছিল ?

নীরোদ—এককালে।

লতা—এখন ?

নীরোদ—বুঝতে পাচ্ছি না।

লতা—এতদিন কেন লুকিয়ে রেখেছিলে কথাটা।

নীরোদ—এইটুকু অপরাধ আমি তোমার কাছে করেছি লতা।

লতা—স্বীকার করছ।

নীরোদ—হ্যাঁ।

লতা—(হেসে) কিন্তু কেমন ধরেছিলাম বলত ?

নীরোদ—হ্যাঁ আশ্চর্য্য তোমার শক্তি।

লতা—আমি বোকা হতে পারি—কিন্তু বুঝি সব হাসছ কি ? আমি গরীবের মেয়ে হতে পারি, আমার অত বাড়ী গহনা নাও থাকতে পারে—লেখা পড়াও অত নাও শিখে থাকতে পারি—কিন্তু আমাকে ঠকাতে পারবে না কোন দিন। এইটুকু শুধু মনে রেখো।

নীরোদ—জানি—জানি তুমি হচ্ছ Raw elemental force of nature. তোমার কাছে সমস্ত পালিশ। অন্তঃসার শূন্য।

লতা—কেন এসেছিল হঠাৎ মরতে মাঝরাত্রে ?

নীরোদ—লেখা বন্ধ করতে বলতে।

লতা—বন্ধ করবে ?

নীরোদ—না। বন্ধ করলে চলবে না। লিখতেই হবে। লিখতে

হবে সেই কালের জন্যে যখন তুমিও থাকবে না—আমিও থাকবো না—আর এইমাত্র যারা চলে গেল তারাও থাকবে না। না—না কোন প্রেমিকার চোখের জলেই—তা বন্ধ করা চলবে না। (একটু ভেবে) লতা চল আমরা এখান থেকে চলে যাই।

লতা—সেকি পালিয়ে যাবে?

নীরোদ—হ্যাঁ পালিয়েই যাব।

লতা—এত ভীতু তুমি?

নীরোদ—কি করব। কি রকম বিচ্ছিরি জিনিষটা দাঁড়াল বলত? তুমিও রয়েছ, আবার এরাও এসে পড়লো। এখন অনর্থক কতকগুলো ঝঞ্ঝাট বাড়িয়ে কি হবে বলত?

লতা—ক'দিন ঝঞ্ঝাট এড়াবে? ক'দিন পালাবে? আর পালাবেই বা কেন?

নীরোদ—কি করব তাহলে?

লতা—সোজা হয়ে দাঁড়াও।

নীরোদ—তুমি বলছ এই কথা?

লতা—আমি বলছি এই কথা।

নীরোদ—নিভাকে ভয় কর না তুমি?

লতা—একটুও না। ও আমার কি করবে? ও কোনদিনই তোমায় ভালবাসেনি। স্বামীর সঙ্গে বনছে না বলে এখন ঢং করতে এসেছে।

নীরোদ—না-না-না আমারও ভয়ই হচ্ছে।

লতা—না হচ্ছে না। তোমাকে আমি যতটা চিনি তুমি নিজেও নিজেকে ততটা চেননা।

নীরোদ—এত বিশ্বাস।

লতা—হ্যাঁ এত বিশ্বাস। বজ্রমুষ্ঠি দিয়ে তোমায় ধরে রয়েছি। তুমি টেরও পাচ্ছ না। বুঝলে? আমি অত ঢং ঢ্যাং জানি না—অত ইংরাজীও বুঝি না। শোন আমার সোজা কথা।

নীরোদ—কি কথা?

লতা—মানুষ হও। সোজা হয়ে দাঁড়াও। নিভার সঙ্গে আর না ও পরস্ত্রী।

নীরোদ—বেশ। সোজা হয়েই দাঁড়াব।

লতা—হ্যাঁ। কত বড় লেখক হবে তুমি। তোমার কি ভেঙ্গে পড়া চলে?

নীরোদ—ঠিক বলেছ। বড় লেখক হব আমি। আমার কি ভেঙ্গে পড়া চলে?

লতা—না চলে না। কিছুতেই চলে না। লক্ষীটী। এখন চল। শুতে যাই অনেক রাত যে হয়ে গেল।

নীরোদ—চল।

——০——

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

পরের দিন সকালবেলা।

নরেশের বাড়ীর সামনের বাগান।

ডানপাশে একটা বড়বাড়ীর portico দেখা যাচ্ছে। চারিদিকে বড় বড় সিজ্‌ন-ফ্লাওয়ার ফুটে রয়েছে। সারি সারি সমস্ত রক্ষিত টব।

চারটে বেতের চেয়ার ও মাঝখানে গোলবেতের টেবিল। চা খাওয়া চল্‌ছে। ডাঃ আলি ও নরেশ। নিভা ও শুভা। শুভা বিশ বছরের অবিবাহিত মেয়ে। সুশ্রী। নয়নে নির্ভীক দৃষ্টি। নিভা চা ঢেলে ঢেলে দিচ্ছে। শুভা সামনের দোলনায় দোল খেতে খেতে গান গাচ্ছে। একপাশে খানসামা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ডাঃ আলি অত্যন্ত সুবেশ অত্যন্ত মাজাঘসা, অহোরাত্র পাইপ খাওয়া, চোখে মনোকল্‌ আটা ভদ্র-লোক। পাতলা দাড়ী, চোখ দুটো সর্বদাই এদিক ওদিক করছে। যুগ সংঘাতে আহত, বিক্ষুব্ধ, বুদ্ধি-দীপ্ত একব্যক্তি।

বয় উচ্ছিষ্ট প্লেট নিয়ে যাচ্ছে। নরেশ ও আলি খবরের কাগজ পড়ছে।

নরেশ—(খবরের কাগজ রেখে) Dictatorship চাই বুঝলে ডাঃ আলি। Dictatorship চাই। তোমার ডাক্তারী শাস্ত্রে whipping বলে কোন medicine নেই, কিন্তু আইনে আছে। কেন জান? কারণ Criminalরা ভয় করে দুটো জিনিষকে। বেত আর ফাঁসি।

আলি—(খবরের কাগজ মুখের সামনে থেকে এতক্ষণে সরিয়ে) তাই নাকি?

নরেশ—হ্যাঁ। Decisive factor হচ্ছে force। শক্তি শক্তি। (টেবিলে ঘুসি মারিতে লাগিল)

আলি—তুমিত শক্তিমান পুরুষ হে। অমন করে থাবা পিটছ কেন? এবার ল্যাজ আছড়াবে নাকি?

নরেশ—হ্যাঁ, আমি শক্তিমান বটে। তাতে লজ্জা পাবার আমি কিছু দেখিনা। আমার আদর্শই হচ্ছে শক্তি power is my god! ছেলেবেলা থেকে যদি আমি কোন জিনিষ চেয়ে থাকি, সে হ'চ্ছে power। power above everything else। History তে সবচেয়ে ভাল কাকে লাগে জান? Napolean।

আলি—কিন্তু নেপোলিয়ানের পরিণামটা কি হল?

নরেশ—Ah। Don't preach। শোনো। আমার

ছেলেবেলা কঠোর দ্রারিদ্রতার মধ্যে দিয়ে কেটেছে। জীবনে কোনদিন কোন জিনিসকে যদি আমি ঘৃণা করে থাকি সে হচ্ছে দারিদ্র্য। কি নীরস মৃতপ্রায় অবস্থা। একে লোকে glorify করে কি জন্য জানিনা। জীবন কি রকম হবে জান? এই যেমন আমাদের চারিদিকে ফুটন্ত বাগান রয়েছে। মালী জল ঢেলে ঢেলে যেমন ফুল ফুটিয়েছে। শক্তিমানের শক্তি দিয়ে, অর্থবানের অর্থ দিয়ে, জীবনে তেমনি ফুল ফোটাতে হবে। এইযে আমরা গোল হয়ে বসে আছি, আকাশ থেকে দেখো, আমরা যেন একটি ফুল, চারটি পাপড়ি, অর্থ আছে, তাই বাগান আছে, তাই বেতের চেয়ার আছে, তাই Teapot য়ে Tea আছে, প্লেটে খাবার আছে।

আলি—পাইপে ধোঁয়া আছে।

শুভা—শুধু মনে সুখ নেই।

নরেশ—কে তুমি বালিকা, এমন কথা বল? নেহাৎ শ্যালিকা বলেই ছেড়ে দিলাম।

শুভা—নইলে?

নরেশ—নইলে বিয়েই করে ফেলতাম্।

শুভা—সেই জঘন্য ইয়ারকি!

নরেশ—ওই দেখ, তোমার দিদি ম্লান হ'য়ে উঠলেন। ওগো ঠাট্টা, ঠাট্টা।

নিভা—ঠাট্টা কেন সত্যিই কর না। (উঠে দাঁড়াল)

নরেশ—ওই দেখ, কি চমকপ্রদ ঘটনা। উঠে দাঁড়াল। পুষ্প থেকে একটি দল খসে পড়ল আর কি!

আলি—তুমি ইঞ্জিনিয়ার না হয়ে কবি হলেনা কেন হে?

নরেশ—ওইত ট্রাজেডি! যার যা' হওয়া উচিত ছিল—সে তা হ'ল না। (নিভা মুখ ফিরিয়ে নিল।) আর যার যা' না হওয়া উচিত ছিল সে তাই হ'ল। কি বল নিভা? (নিভা আবার মুখ ফিরিয়ে নিল) কবি বলছো? কবি পাশের বাড়ীতে আছেন। আমি নীরস ইঞ্জিনিয়ার, নীরস হলেও neccessary bridge তৈরী করাই আমার কাজ কিনা। নদী চলে মাঝখানে। এপারের লোক যেতে পাচ্ছেনা ওপারে ওপারের লোক আস্‌তে পাচ্ছেনা এপারে। আমি বেঁধে দিলাম সেতু। এপারের লোক ওপারে গেল। ওপারের লোকও এপারে আসতে পারে। কি বল নিভা?

আলি—পাশের বাড়ীতে কবি রয়েছেন, বললে কে?

নরেশ—জানোনা, খ্যাতনামা সাহিত্যিক নীরোদবাবু যে আমাদের পাশের বাড়ীতে।

শুভা—তাই নাকি? নীরদদা? এখানে?

নরেশ—হ্যাঁগো, তোমার নীরদদা এখানে। জিজ্ঞেস করনা তোমার দিদিকে।

শুভা—সত্যি দিদি।

নিভা—আমি কি জানি।

নরেশ—ওঃ। তাহলে তোমার দিদি জানেন না, সত্যিই জানেন না। (নিভা চলে গেল)—ওই দেখ, তোমার দিদি চলে যাচ্ছেন। কাজ করতেই যাচ্ছেন। ইস্ যাবার Portureটা দেখ।

শুভা—দেখুন জামাইবাবু, অনেক কিছু সহ্য হয় কিন্তু vulgarity অসহ্য। (প্রস্থান)

নরেশ—ইনিও চলে গেলেন, যাক্। বাঁচা গেল। ভাল কথা, ডাঃ আলি, কাজের কথা কওয়া যাক্।

আলি—কি ?

নরেশ—কাজটা করছ কবে ?

আলি—নেহাৎই আমার পরকালটা যাবে ?

নরেশ—নইলে তোমায় এতদিন বসে বসে খাওয়াচ্ছি কেন।

আলি—কিন্তু শ্রীমতি আভা দেবী কি রাজী আছেন ?

নরেশ—রাজী আছেন বলেইত তোমায় এনেছি বন্ধু। শোন শোন, ছেলেমানুষি নয়। এমনি ক'রে মিছিমিছি দেরী হয়ে যাচ্ছে। জানত' এই জন্যেই এত কষ্ট করে সকলকে নিয়ে চেঞ্জে এসেছি। ডাঃ আলি তোমার এই হাত ধরে বল্‌ছি যত টাকা লাগে দেব। আমায় এই বিপদটা থেকে উদ্ধার করে দাও।

আলি—তোমার এ দুর্মতি হ'ল কেন হে? তোমারত' স্ত্রী রয়েছেন।

নরেশ—স্ত্রী! Rot! ও কোনদিনই আমার হ'ল না।

আলি—তাই বুঝি বিধবা শালীটিকেই আপনার করলে। তা ওঁকে এবার বিয়েই করে' ফেল না। তোমাদের হিন্দু সমাজেত' বহু বিবাহ চলে।

নরেশ—আবার বিয়ে! বাপ্!

আলি—কিন্তু আমাকে দিয়ে ওসব কাজ করাতে চাও কেন? জান, ওতে কত পাপ হয়!

নরেশ—কে জানতে পারবে! দেখ তুমি আমার বাল্যবন্ধু, তার ওপর ডাক্তার, তার ওপর বিলেতফেরৎ। তারও—ওপর আমার blank cheque!

আলি—বাস্ আর কথা কি!

নরেশ—তোমরওত' চেম্বে আসা হ'য়ে যাচ্ছে বন্ধু! ফিরবেও পকেটে মোটা চেক নিয়ে।

আলি—আর কিছু ভাববার নেই?

নরেশ—আর কি ভাববার আছে?

আলি—তুমি তোমাদের ধর্ম মানো না। ঈশ্বর, পরকাল, তোমাদের শাস্ত্রে যে বলে কর্মফল, এসব কিছু মানো না!

নরেশ—না, ওসব কুসংস্কার!

আলি—কি মানো তাহ'লে?

নরেশ—আমি মানি শক্তিকে। অর্থকে, বিজ্ঞানকে, যা আমায় সুখ দেয় তাকে। আমি চাই বাঁচ্‌তে। জীবনটা উপভোগ ক'রতে।

আলি—তুমি একটি Scoundrel!

নরেশ—তুমিওত' তাই বন্ধু!

আলি—শোন, কিছু serious কথার আলোচনা করা যাক্। আসলে আমি তোমার এই পাপকার্য্যে সাহায্য করতে এসেছি কেন জান?

নরেশ—কেন?

আলি—তোমার বন্ধুত্বও নয়। টাকাও নয়। আমি একাজে রাজী হ'য়েছি—ব'লব? আচ্ছা, বলেই ফেলি তোমাকে, আমি রাজী হ'য়েছি আমার মায়ের হুকুমে।

নরেশ—মায়ের হুকুমে। তুমি কি আমাকেও চমকাতে চাও বন্ধু?

আলি—চমকাবার দরকার নেই। শোন, আমার মা মরবার সময় আমার হাত ধরে' বলেছিলেন—মহম্মদ—হিন্দু-দের তুই সবচেয়ে বড় শত্রু হোস্, কিন্তু হিন্দু বিধবা-দের তুই সবচেয়ে বড় বন্ধু থাকিস্।

নরেশ—কেন?

আলি—কেন? বলব? আচ্ছা বলি। তোমাকে এইবার বলবার সময় এসেছে। শোন, আমার মা—ছিলেন একজন হিন্দু বিধবা।

নরেশ—অ্যাঁ।

আলি—হ্যাঁ আমার বাবার উপাধি ছিল চ্যাটার্জী আর আমি মানুষের অন্ধ কাণ্ডজ্ঞানহীন লালসার ফল।

নরেশ—তারপর ?

আলি—তারপর আর কি ! তোমাদের হিন্দু সমাজে আমাদের স্থান হ'লো না। মাকে কুলের বাইরে আসতে হল। এক মুসলমান গাড়ীওয়ালা, তাঁকে ভুলিয়ে এক জঘন্য আড্ডায় নিয়ে এল। সেখান থেকে মা অনেক কষ্টে পালিয়ে এসে ঢুকলেন এক মস্‌জিদে। সেখানে এক বৃদ্ধ ফকির, সেই মাকে আশ্রয় দিলে। মার সমস্ত কাহিনী শুনে কাঁদতে লাগলো। বললে—মা আমি তোমার সন্তান। আমার ও জন্ম তোমারই মত এক হিন্দু বিধবার পেটে। সেই থেকে মা ফকিরের আশ্রয়েই রইলেন। এবং ব্রাহ্মণ সন্তান হ'য়েও আমি হয়ে গেলাম গোলাম মহম্মদ আলি।

নরেশ—কি আশ্চর্য্য ! এ সবত' আমি কিছুই জানতাম না।

আলি—জানবে কি করে। বোধহয় তুমিই প্রথম এ কথা শুনলে। তোমার—সঙ্গে এলাম কি তোমার টাকার লোভে ? ফুঃ ! মা আমাকে হুকুম দিয়েছিলেন—হিন্দুদের তুই ক্ষমা করিসনে, মহম্মদ, কখনও না।

তারা তোর চিরশত্রু। কিন্তু কাঁদতে কাঁদতে এও বলেছিলেন হিন্দু বিধবারা বিপদে পড়লে, তাদের তুই উদ্ধার করে দিস্। আমার মত দশা যেন আর কারুর না হয়। আমার মার আর একটা হুকুম আছে। শুনবে?

নরেশ—বল।

আলি—মা বলেছিলেন মহম্মদ, তোর ওপর আমার এই শেষ আদেশ। বিয়ে করিসত, যেন কোন বিধবাকেই করিস। বিশেষ তার যদি আমার মত দশা হয়।

নরেশ—Goodness! তাই তুমি কোন হিন্দু বিধবার ফিকিরেই আছ নাকি?

আলি—ধরেছ ঠিক।

নরেশ—দেখো শেষে—আমার আভাকেই আত্মসাৎ করোনা যেন।

আলি—তোমাদের হিন্দু সমাজে থেকে তাকেত' এই সবই করাতে হবে। তার চেয়ে আত্মসাৎ করলে দোষ কি?

নরেশ—দোষ কি?

আলি—হ্যাঁ।

নরেশ—অঁ্যা—অঁ্যা—আচ্ছা তুমি এরপর সমস্ত জেনেশুনেও আভাকে বিয়ে করতে পারো?

আলি—নিশ্চয়ই পারি। আমার মায়ের হুকুমইত তাই। এবং আমার জীবনের ব্রতওত' তাই।

নরেশ—তোমাদের মুসলমান সমাজে তোমাদের দু'জনের জন্যে সম্মানের আসন পাতা থাক্‌বে?

আলি—নিশ্চয় থাক্‌বে। ডাঃ মহম্মদ আলি ও বেগম মহম্মদ আলীকে কেউ অসম্মানের চক্ষে দেখবে না। তাইত মুসলমান সমাজ তোমাদের চেয়ে এত সুস্থ সমাজ। এত বলিষ্ঠ সমাজ।

নরেশ—তোমাকে দেখে এবার থেকে ভয় হতে আরম্ভ ক'রেছে বন্ধু।

আলি—আর ঘৃণাও হ'তে আরম্ভ ক'রেছে সেটাও বল।

নরেশ—হ্যাঁ মানে বড্ড peculiar লাগছে।

আলি—কিন্তু তুমিত' হিন্দু মুসলমানের একতায় বিশ্বাসী।

নরেশ—হ্যাঁ, কিন্তু তুমি ব্যাঘ্রবেশে আমার মেষশাবকটিকে হরণ ক'রবে, আর আমি মহাত্মাজীর মত, মাথায় থাকুন মহাত্মা, হিন্দু মুসলমানের একতা একতা ক'রব।

আলি—কিন্তু তোমাদের মেষশাবকটিকে মেষের পালের মধ্যে রাখ্‌তে পাচ্ছ কৈ?

নরেশ—হ্যাঁ আজ পাচ্ছিনা বটে কিন্তু তাই বলে কোনদিনই যে পারব না তার মানে কি আছে। আচ্ছা, কিছু মনে ক'রোনা, তোমার বাবার কথা কিছু জান? তোমার বাবা কে ছিলেন?

আলি—মা সেইটিই গোপন করে গেছেন। কেবল এইটুকু

বলেছেন তিনি সমাজের একজন পদস্থ লোক।
ওই দেখ, দেখ, তোমার শ্বশুর। আবার কাদের
ধরে নিয়ে আসছেন।

নরেশ—তাইত'! ওর মধ্যে কবিকেও দেখছি যে।

(শশাঙ্ক ও রায় বাহাদুর অনন্তলালের প্রবেশ)

শশাঙ্ক—বোসো, বোসো, নীরোদ! আমি আসছি এক্ষুনি!
চলহে রায় বাহাদুর আমার নতুন লেখাটা—শঙ্কর
ভাষ্যের ওপর—তোমায় একটু শুনিয়েই দিই।
রিটায়ার্ড লাইফে আর কাজ কি আছে বল!
ধর্ম্মচর্চ্চা করেই দিন যাচ্ছে। চল! তুমিও ত
আবার হিন্দুশাস্ত্রের একজন মহা সুপণ্ডিত লোক।
তোমাকে না শোনালে আমার ভালই লাগবে
না।

বন্ধু—শশাঙ্ক, বন্ধু বলে আর কত অত্যাচার সহ্য করব।
ঘণ্টা খানেক ধ'রেত তোমার শঙ্কর ভাষ্যের উপর
বক্তৃতা শুনলাম বেড়াতে বেড়াতে! এর ওপর
যদি লেখা শুনতে হয় বসে বসে—ওঃ তা হলে—
ত—গেছি।

শশাঙ্ক—কথাটা তুমি বুঝছো না হে রায় বাহাদুর। তোমার
মত ভাল শ্রোতা।

বন্ধু—আমার মত ভাল শ্রোতা! হয়েছে। না-হে-না
বসা চলবে না, কাজ আছে। একবার এখানকার

S.D.O. র সঙ্গে দেখা করে আসি—সেই ব্যাপারটা বুঝলে না।

শশাঙ্ক—আর ওসব S.D.O. টেস-ডি-ও কেন? ওসব ছাড়ো অনন্ত ঢের হয়েছে।

বন্ধু—না-না এই Control এর দিনে একটু official দের হাতে না রাখলে—permit termit গুলো বুঝছো না—পেন্সনের টাকায় আর কি কুলোচ্ছে হে? তা ছাড়া official দের সঙ্গে touch রাখতে হয়—অনেক রকম কাজে লেগে যায় হে অনেক রকম কাজে লেগে যায়—বুঝলে? চল্লাম।

(প্রস্থান)

(রায় বাহাদুর শশাঙ্ক ও নীরোদের প্রবেশ)

শশাঙ্ক—বোসো বোসো নীরোদ! তোমাকে আমার জামাইয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। নীরোদ, এই নরেশ, আমার জামাই Gordon Companyর partner আর ইনি (গলায় শব্দ করে) এ জামায়ের বন্ধু। আর আমাদেরও খুব স্নেহের পাত্র, এ ডাঃ আলি! আর ইনি নীরোদ। আমাদের বাড়ীতে আগে খুবই আস্‌তো। কলকাতার famous advocate আমার বন্ধু নিবারণ Choudhuriর ছেলে। তোমার ওই ছোট বাড়ীটাতেই আছে! আমি জানতামনা। আজ এই বেড়িয়ে ফিরছি এমন সময় দেখি বারান্দায়

বসে আছে। ধরে নিয়ে এলাম। কি বল নরেশ ভাল করিনি।

নরেশ—নিশ্চয়। বসুন নীরোদ বাবু।

শশাঙ্ক—বোসো বোসো নীরোদ। আমি আসছি এক্ষুনি চানটা সেরে। morning walk আর early bath এই দুটোর জোরেই আমার health টিকে আছে কই শুভা কোথায় গেল। নীরোদকে চা-টা দিক্। (প্রস্থান)

নরেশ—বসুন নীরোদবাবু। (নীরোদ বসল) আপনি বুঝি আমার ওই ছোট বাড়ীটাতেই আছেন?

নীরোদ—হ্যাঁ।

নরেশ—অত ছোট বাড়ীতে আপনার কুলোয়? ওটাত' আমার চাকরদের out house গোছের ছিল। মোটে দু'টো ঘর।

নীরোদ—ওঃ। আপনি বুঝি খুব বড়লোক?

নরেশ—না-হ্যাঁ-তা—

নীরোদ—বুঝেছি নরেশবাবু, আর বল্‌তে হবে না। সংসারে দু'রকম লোকই থাকে বুঝলেন নরেশবাবু। গরীব আছে বলেইত' বড়লোক আছে। আমরা না থাক্‌লে আপনারা থাক্‌তেন কোথায়। আর এমন সুমিষ্ট ভাষায় সম্ভাষণ ক'রতেনই বা কি করে?

নরেশ—ভুল হয়েছে মাপ করুন (উঠে দাঁড়িয়ে) আসুন Shake hand করি।

নীরোদ—(উঠে) না আমায় মাপ করুন। আলাপত' হ'লই। আবার আসা যাবে একদিন।

নরেশ—সে কি কথা! শুভা-নিভা, মানে আমার স্ত্রী নিভা—হ্যাঁ। ভাল কথা আপনি নিভাকে চিন্‌তেন্ নিশ্চয়! মানে অত যখন যাওয়া আসা ছিল। পারিবারিক আলাপ মানে, তার সঙ্গে দেখা না ক'রে যাবেন—সে কি হয়!

নীরোদ—হবে ক্রমশঃ! আচ্ছা এখন চলি।

(শুভা ও ট্রে হাতে বয়ের প্রবেশ)

শুভা—সে কি নীরোদ দা! চা না খেয়েই যাবেন। বাবা কি বলবেন তা হ'লে?

নীরোদ—শুভা? এত বড় হ'য়েছ?

শুভা—আপনি আমাদের এত কাছে আছেন অথচ আমরা কিছুই জানতাম না? আর কি করেই বা জান্‌বো? আপনি ঐ out house টায় আছেন। এ কি করে মনে কোরবো।

নীরোদ—তোমাকে যে আর চেনাই যাচ্ছে না শুভা। কত কথা বল্‌তে শিখেছ?

শুভা—কত বছর হ'য়ে গেল। ৭।৮ বছর হবে, না?

নীরোদ—হ্যাঁ কিছু বেশীও হ'তে পারে।

শুভা—আপনি বুঝি আজকাল বই লেখেন? আপনার বই আমাদের একখানা উপহার দেবেন না?

নীরোদ—নিশ্চয় দেবো!

নরেশ—ওঃ! আপনি বই লেখেন বুঝি? কি বই? কবিতা—না উপন্যাস—না প্রবন্ধ?

নীরোদ—আপনি আমার বই পড়েননি বুঝি?

নরেশ—না, আমি বাংলা বই পড়ি না। বিশেষতঃ বাঙ্গালীর লেখা উপন্যাস। Stuff and Nonsense! আমি পড়ি শুধু detective বই।

নীরোদ—আমিওত' detective বইই লিখি। আপনি পড়েননি বুঝি। কি রকম detective বই পড়েন তা হ'লে আপনি?

নরেশ—(হাস্য) না, আপনারই জিত। আসুন Shake hands!

আলি—ব্যাপার কিহে নরেশ! মনে হচ্ছে চেনা, অথচ দেখাচ্ছ অচেনা, কি ব্যাপার!

শুভা—অচেনা মানে, নীরোদদার সঙ্গে অনেক দিন আগে দিদির বিয়ের কথা হয়েছিলো। জামাই বাবুতো জানেন। একদিন এঁরই সঙ্গে দিদির যে——

নীরোদ—আঃ শুভা, কি ছেলে মানুষী কচ্ছ?

নরেশ—Oh! I see! আপনি তা হ'লে আমার pre-

decessor! আমি তা হ'লে আপনার Successon-in-office?

নীরোদ—কি যা'তা বল্‌ছেন! এ সব রসিকতা?

নরেশ—Oh—I see! রসিকতাও পছন্দ করেন না। I see! শুভা, একবার তোমার দিদিকে ডাক! তাঁর-হ'লে হতে পারত' হৃদয়েশ্বর। একবার দেখে যান্।

নীরোদ—দেখুন নরেশবাবু এ রকম করলে আর এখানে আস্‌তে পারবো না। আমায় বাধ্য হ'য়ে বল্‌তে হ'চ্ছে মাপ করবেন।

নরেশ—কেন কেন শুভা কি ভুল বল্‌ছে?

নীরোদ—হ্যাঁ ভুল বল্‌ছে।

নরেশ—আহা হা চটেন কেন! এত খুবই স্বাভাবিক। বিয়ের আগে এ রকম দু'একটা incident হলে কি আর হ'য়েছে! বিয়ের পর না হলেই হ'ল।

নীরোদ—বিয়ের পর হলেও ক্ষতি আছে নাকি? আপনি ক্ষতি মনে করেন নাকি?

নরেশ—Oh I see! I see! (ভণিতায় নমস্কার)

আলি—কি হেঁয়ালি ছন্দে তোমাদের আলাপ চল্‌ছে বুঝতে পাচ্ছিনা তো?

নরেশ—(গম্ভীর হয়ে) আচ্ছা আমি চল্‌লাম।

আলি—কোথায়?

নরেশ—পাখী শীকার ক'রতে।

আলি—তা হ'লে আমিও চল্‌লাম। (প্রস্থান)

নীরোদ—ব্যাপার কি শুভা ?

শুভা—কিসের নীরোদদা—

নীরোদ—এরা কি সুখী নয় ?

শুভা—মোটেই নয়।

নীরোদ—নরেশ বাবু কি রকম লোক ?

শুভা—অত্যন্ত খারাপ। অত্যন্ত নীচ। অত্যন্ত নিষ্ঠুর।

নীরোদ—তুমি বলছ এই কথা ?

শুভা—আমি বলছি এই কথা। আমাদের কি সর্বনাশ ক'রেছেন যদি জানতেন। আমি কারো কাছে বল্‌তে পারি না নীরোদ দা। বাবাও জানেন না, দিদিও জানে না। আমি সুধু মাঝ থেকে কেন জানলুম। আমি বুক ফেটে মরে যাব নীরোদ দা— আমার সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত সংস্কৃতির মাথায় কে যেন অষ্টপ্রহর কুড়ুল মারছে। অথচ কোন কিছুই ক'রতে পাচ্ছি না উঃ।

(শশাঙ্ক ড্রেসিং গাউন গায়ে প্রবেশ ক'রল)

শশাঙ্ক—এই যে নীরোদ। চা খেলে? কই চা দিস্‌নি শুভা? এঃ! কি করিস্ তোরা আজকাল? manners ভুললে চল্‌বে কেন? manner's showeth the man. (খবরের কাগজ হাতে নিয়ে)

হ্যাঁ, তোর দিদি গেল কোথায়? জানো নীরোদ, নিভাকে আর চেনাই যায় না। সে এখন বড়লোকের বউ। দশটা চাকর তার হুকুম খাটছে। বুড়ো বাবাকে আর খোঁজও করে না। জামাইকে দেখলেত'? কিরকম লাগলো বলত'? Handsome! নয় কি!

নীরোদ—খুব সুন্দর। কি রকম ক'রে এমন জামাই পেলেন বলুনত'?

শশাঙ্ক—পূর্বজন্মের তপস্যা নীরোদ, আর মেয়েরও সুকৃতি। বাপরাত' চেষ্টাই করে কিন্তু কটা এরকম উৎরোয় বল? বড় মেয়েকে অত সাধ করে বিয়ে দিলাম, কি হল। এক বছরেই বিধবা। এখনই বিধবা হ'য়ে সারা জীবনটা কাটাতে হবে। উঃ! যাক্ সে কথা! জামায়ের এখন দিন দিন উন্নতি হচ্ছে। লক্ষ্মী সরস্বতী একসঙ্গে বাঁধা। ভাগ্য-ভাগ্য! কিন্তু কৈ, নিভা আসছে না কেন? লজ্জা কি! আরে নীরোদকে আবার লজ্জা, ডেকে পাঠা শুভা।

(শুভা বয়কে নির্দ্দেশ দিল—নিভাকে ডাকতে)

শশাঙ্ক—কিন্তু শরীরটিত তোমার ভাল দেখাচ্ছে না নীরোদ। ভাল আছত'? তোমার বাবা ভাল আছেনত'?

নীরোদ—আজ্ঞে হ্যাঁ।

শশাঙ্ক—ক'লাখ টাকা হ'ল? আর কেন? এবার retire

ক'রতে বলনা? ভাল কথা—বই থেকে কিরকম আয় হ'চ্ছে তোমার।

নীরোদ—এক রকম।

শশাঙ্ক—আর আয়ের দরকারই বা কি! কিন্তু ভালকথা. তোমার বাবাকে সেদিন একটা চিঠি দিলাম, জবাব পাইনি। শুনলাম তিনি কলকাতায় নেই। শরীর নাকি ভাল নয়। কোথায় আছেন তিনি?

নীরোদ—আমি—মানে—আমি ঠিক বল্‌তে পার-লাম না!

শশাঙ্ক—মানে? তুমি জান না?

নীরোদ—না।

শশাঙ্ক—সে কি?

নীরোদ—মানে আমার সঙ্গে আজকাল—চিঠিপত্র-মানে-বন্ধ।

শশাঙ্ক—কতদিন থেকে?

নীরোদ—বছর ছয়েক হবে।

শশাঙ্ক—ছ'বছর পত্রালাপ পর্য্যন্ত বন্ধ? কেন?

নীরোদ—সে আর এক সময়ে বলব' এখন। আচ্ছা—এখন অনুমতি দেন্‌তো উঠি।

শশাঙ্ক—তুমি কি ওই বাড়ীতে একলা আছ?

নীরোদ—না, সপরিবারে আছি।

শশাঙ্ক—মানে? বিয়ে করেছ? কোথায়?

নীরোদ—বলব' সব একদিন। আজ আমায় মাপ করুন।

শশাঙ্ক—মানে বাপমার অমতে বিয়ে করেছ ? বুঝেছি। তাই খবর রাখ না ? তাই চিঠি পত্র নেই ! ও ! কতদিন এইরকম চলছে বল্‌লে ?

নীরোদ—ছ'বছর হবে।

শশাঙ্ক—Good gracious ! ছ'বছর—তাই আমি আশ্চর্য্য হচ্ছিলাম যে তুমি, out of all persons, তুমি অত ছোট বাড়ীতে কি করে ? ও ! তাই ! I see !

(নিভার প্রবেশ)

এই যে নিভা ! এস। এই নীরোদ। (দু'জনে গম্ভীরভাবে নমস্কার করল) ওই ছোট বাড়ীটায় আছে। বৌ নিয়ে আছে. একদিন আলাপ করে এস। নীরোদ, কি রকম দেখছ নিভাকে।

নীরোদ—হাঁা বেশ। স্বাস্থ্যে, সৌন্দর্য্যে, অলঙ্কারে ঝল্‌মল্‌ করছে। ....

শশাঙ্ক—বলিনি ? এখন বড়লোকের বৌ। দু'খানা মোটর, চারখানা বাড়ী। একখানা Lansdown Roadএর ওপরই।

নিভা—আঃ কি আরম্ভ করেছ বাবা !

শশাঙ্ক—আচ্ছা, আচ্ছা, চুপ করলাম। একটু বলেও সুখ পেতে দিবি না।

নীভা—না। নীরোদদা, শুনলাম—তুমি নাকি আমাদের পাশের বাড়ীতেই আছ ?

শশাঙ্ক—হ্যাঁ, আর কি আশ্চর্য্য দেখত নিভা, আমরা এতদিন টেরও পাইনি! আচ্ছা—(গলায় শব্দ করে) তোমরা গল্প কর। আমার আবার ক'খানা চিঠি লিখতে হবে। কিছু মনে করোনা নীরোদ। শুভা, চলে যেওনা যেন। অতিথিকে একলা ফেলে চলে যাওয়া bad manners হ'বে। (প্রস্থান।)

শুভা—বৌদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন না নীরোদদা ?

নীরোদ—নিশ্চয় দেবো। যেয়ো একদিন।

শুভা—বৌদি কেমন হয়েছে ? দিদির চেয়ে ভালত ?

নিভা—ওকিরকম ইয়ারকি ? আমার এসব ভাল লাগেনা বলে দিচ্ছি।

শুভা—ও বাবা! রাগ! আচ্ছা যাচ্ছি।

নীরোদ—তোমার বাবা থাকতে বললেন যে।

শুভা—বলুন গিয়ে। (প্রস্থান।)

নীরোদ—তোমার সঙ্গে এ ভাবে দেখা হবে কে ভেবেছিল। বন্ধ কর না—বোনাটা একটু। বোনাটা রাখনা।

নিভা—আয়া। (আয়া এলে তার হাতে বোনার সরঞ্জাম দিলে আয়া চলে গেল) হ্যাঁ, দেখা একদিন হতই।

নীরোদ—তুমি ধনীর গৃহিনী হ'য়েছ বটে কিন্তু সুখী হ'য়েছ জানলেই খুসী হতাম।

নিভা—তুমিত' হয়েছ। তাহলেই হল।

নীরোদ—তোমার বাবাকেত' বেশ খুসী মনে হ'ল। শুনলাম তোমাদের দু'খানা মোটর, চারখানা বাড়ী, তার মধ্যে একখানা Lansdown roadয়েই।

নিভা—Don't be vulgar না বোলছি বাবাকে।

নীরোদ—পিতাকেই খুসী করবার জন্যেইত' সেদিন রাজী হওনি। কিই বা লাভ করলে তাতে!

নিভা—সে কথা এখন আর মনে করে লাভ কি!

নীরোদ—না লাভ আর কিছুই নেই!

নিভা—খোকাকে আনলে না কেন? কি করছে খোকা!

নীরোদ—খেলছে!

নিভা—দাঁড়াও খোকার জন্য কিছু লজেন্স্ এনে দিই। বল আনিয়ে দেব শীগ্গীরই। চলে যেওনা যেন!

নীরোদ—আচ্ছা।

(নিভার প্রস্থান বেত হাতে নরেশের প্রবেশ পেছনে Orderlyর হাতে বন্দুক)

নরেশ—Bad—Bad telegrams from Calcutta? Riot এর জন্যে business একেবারে বন্ধ। কি হ'তে চল্‌লো। রাস্তার ওপরে দিনের বেলায় blood bath চল্‌ছে! Calcutta Streets এ Horrible!—এই যে নীরোদ বাবু। একলা যে! পরিত্যাগ করলে সকলে?

নীরোদ—না, অপেক্ষা করছি।

নরেশ—কার জন্যে ?

নীরোদ—একজন বলে গেছেন বসতে। তাঁরই জন্যে।

নরেশ—একজন ? কে সেজন ? আমার স্ত্রী নয়ত' !

নীরোদ—তিনিই।

নরেশ—দেখুন নীরোদবাবু, খোলাখুলি বলাই ভাল। আমি এসব পছন্দ করি না।

নীরোদ—কি সব ?

নরেশ—আঃ আমার মেজাজ ভাল নয়। খোঁচাবেন না বেশী। আমি বলছি আমার স্বামীর অধিকার অনেকদূর পর্যান্ত বিস্তৃত। আমি নিষেধ করছি আপনাকে।

নীরোদ—কি ক'রতে ?

নরেশ—যা করছেন। অতীতের কাহিনী ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। আপনারও না, আমারও না। আমার স্ত্রীর ও না। এইখানেই পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিন্। একাকী প্রতীক্ষায় বসে থাকার দিন গুলো আর টেনে আনবেন না।

নীরোদ—বেশ ! আর কি করতে বলেন ?

নরেশ—আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখাশোনা করবেন না। আমি নিষেধ করছি।

নীরোদ—বেশ—আপনার শ্বশুরই ডেকে এনেছিলেন। আমি ইচ্ছে করে আসিনি।

নরেশ—এটা আমার বাড়ী। Bloody শ্বশুরের নয়। আর নিভা এখন আমার স্ত্রী। শ্বশুরের কন্যা নয়। বুঝলেন ?

নীরোদ—বুঝলাম। আচ্ছা তাই হবে। নমস্কার।

নরেশ—আর যদি এ পথ মাড়ান কুকুরের মত Shoot করবো।

নীরোদ—কুকুরের মত ? কথাবার্ত্তা যে সেই রকমই হচ্ছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

নরেশ—Swine! black guard!

নীরোদ—Many thanks! Excellent manners!

(প্রস্থান)

(নরেশ পায়চারি করিতে করিতে নিজের জুতোর ওপর সপাং সপাং বেত মাড়িতে লাগিল।—নিভার প্রবেশ)

নিভা—ওকি! চলে গেলেন ?

নরেশ—কে ?

নিভা—নীরোদবাবু নীরোদ দা ?

নরেশ—নীরোদবাবু-নীরোদ দা। Swine, black guard তুমি অপেক্ষা করতে বলে গিয়েছিলে ?

নিভা - হ্যাঁ।

নরেশ—কেন ?

নিভা—তার খোকার জন্য লজেন্স আনতে গিয়েছিলাম।

নরেশ—আর খোকার বাবার জন্যে ? তাঁকে কি দিতে

যাচ্ছিলে, তাঁকে দেওয়া আর কিছু বাকী আছে কি ?

নিভা—ওঃ তুমি তাড়িয়ে দিলে ?

নরেশ—হ্যাঁ ! আর এ পথে আসতে বারণ করে দিয়েছি, কেন জান ? হিংসেয় জ্বলে যাচ্ছি বলে নয়। আমার খুসী বলে। আর তোমাকেও বলে দিচ্ছি যদি পূর্ব্বপ্রেম আবার ঝালাবার চেষ্টা করত' I will shoot you ! both of you ! এই আমার শেষ কথা। আমি কি লোক জানইত'। আশা করি দু'বার তোমায় বলে দিতে হবে না। Orderly !

Orderly—হুজুর।

নরেশ—বন্দুক।

(বন্দুক নিয়ে fireকরল একটা রক্তাক্ত সাদা পাখী পড়ে গেল— সেটাকে নরেশ তুলে নিয়ে হাসতে লাগল)

Got it ! Got it ! হাঃ হাঃ হাঃ—

দ্বিতীয় অঙ্ক

(দ্বিতীয় দৃশ্য)

নীরোদের ঘর। সেইদিন বিকেল।

(নীরোদ পড়ছিল—ডাঃ আলীর প্রবেশ)

আলি—(সিগারেট কেসে ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে) আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম বলে আশ্চর্য্য হবেন না! নরেশ আমার বন্ধু বলে ভাববেন না—আমিও নরেশের মত। নরেশ ধনী, আমি নির্ধন আরো অনেক প্রভেদ আছে। সে যাই হোক্। আপনার কাছে একটু কাজের জন্যে এসেছিলাম।

নীরোদ— আজ্ঞা করুন।

আলি—আমি ডাক্তার। রোগ সারানোই আমার কাজ অস্ত্রোপচার করাই আমার ব্যবসা। আর জগতে দু'রকমই লোক। স্বাস্থ্যবান আর দুর্ব্বল। ধার্ম্মিক আর পাপী। নইলে অসুখ হবে কেন? নইলে অস্ত্রোপচার করার প্রয়োজন হবে কেন।

নীরোদ—একটু পরিষ্কার করে বললেই ভাল হয়

আলি—বল্‌ছি। (আড়চোখে নীরোদকে লক্ষ্য করে) ডাক্তারীর প্রথম ট্রেনিংই হচ্ছে শব ব্যবচ্ছেদ

dissection! মানুষকে কেটে কেটে দেখা। কোথায় তার হৃদয়, কোথায় তার স্নায়ু, কোথায় তার মস্তিষ্ক। অধীর হবেন না বড় কথা বল্‌তে গেলে বড় ভূমিকা দরকার। মানুষ সৃষ্টি করবার আগে Creator কেই কত সহস্র জানোয়ার সৃষ্টি করতে হয়েছিল। Spinoza পড়েছেন? না? ওঃ! তাহলে বুঝতে পারবেন না। আচ্ছা—মানে আপনি একটা কাজ করবেন—আর তার ফল ভুগবেন—এটা বুঝবেনত'? আচ্ছা—বেশ। ধরুন আপনি গাছে চড়তে গিয়ে পড়ে গেলেন। পা ভেঙ্গে গেল। দরকার বলে আমিও বলে দিলাম amputate করতে। হয়ত' আপনি আজীবন invalid হয়ে রইলেন। ক্রাচে চড়ে আজীবন চললেন আমার কি? যদি দেখি gangrene set in করবার ভয় আছে, আমার amputate করতেই হবে। বুঝলেন?

নীরোদ—না।

আলি—আচ্ছা, আরো পরিষ্কার করে বলছি। ধরুন কোন হিন্দূ বিধবার অসতর্ক জীবন যাপনের ফলে সন্তান হবার সম্ভাবনা হয়ে থাকে……

আহা হা,—দাঁড়ান, দাঁড়ান, আগে থেকেই রক্তিম হয়ে উঠছেন কেন? জীবনটা শুধু

রঙিন কল্পনার গোলাপ বাগানই নয়। এখানে বাস্তবের কাঁটাঝাড়ও আছে।

......হ্যাঁ—এবং সেই সন্তানের পিতা মাতা দুজনেই যদি আমায় অনুরোধ করেন, তার পৃথিবীতে আসা বন্ধ করতে,—তাহলে আমার কি কর্ত্তব্য ?

নীরোদ—আমায় এসব বলছেন কেন ? আমার সঙ্গে এর কি কোন সম্বন্ধ আছে ?

আলী—আছে,—আছে। ধরুন যদি আপনার পাশের বাড়ীতেই তা ঘটতে যায় এবং আপনি টের পান্ তাহ'লে আপনি কি করবেন ?

নীরোদ—আমি—? আমি ? আপনি এসব কি বলছেন ডাক্তার সাহেব ?

আলী— আমি বলছি আভা দেবীর সেই বিপদ উপস্থিত।

নীরোদ—আভার ?

আলী—হ্যাঁ,—হ্যাঁ, সেই সুন্দর শ্বেত-পদ্মের মত নারীটির হাসি, চিরদিনের জন্যে বন্ধ হতে চলেছে। হয়ত, আজীবন মাথা নীচু করেই তাঁকে চল্‌তে হবে। তাঁর পিতাকেত' দেখেছেন—। শঙ্কর ভাষ্যের ওপর article লেখা কঠোর গোঁড়া হিন্দু ; হয়ত পিতার পাপে কন্যাকে বিধর্মীই হ'তে হবে।

নীরোদ— বিধর্মী হতে হবে ?

আলী—উপায় কি? আপনাদের কঠোর হিন্দু সমাজে তাঁর স্থান না হ'লে, আমাদের উদার মুসলিম সমাজে তাঁর স্থান হবে।

নীরোদ—আপনি কি সত্যিই এইসব স্বপ্ন দেখেন?

আলি—দেখি! আর শুধু স্বপ্ন নয়, প্রতিদিন এইত হ'চ্ছে।

নীরোদ—আভা বিধর্মী হবে?

আলি—হ্যাঁ, আর তাঁর পেটে যে হিন্দু সন্তান এখনো হিন্দু আছে; ভূমিষ্ঠ হবার পর, সে হ'য়ে যাবে মুসলমান—মানে আমার স্বধর্মী।

নীরোদ—তারপর?

আলি—তারপর তাঁর সেই বিধর্মী সন্তান হিন্দুর সবচেয়ে বড় শত্রু হবে। তার পিতার পাপের, তার মাতার পাপের তার সমাজের পাপের, প্রতিশোধ, প্রত্যেক হিন্দুর ওপর দিয়ে নেবে। যেমন আজ নিচ্ছে রাস্তায় রাস্তায় দেখছেন না?

নীরোদ—ওকি! আপনার চোখ অত জ্বলছে কেন? আপনার সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ আছে নাকি!

আলি—আমার সঙ্গে আর কি সম্বন্ধ আছে আমি মুসলমান বলেই যেটুকু সম্বন্ধ। এইযে আজ চতুর্দিকে এত মারামারি কাটাকাটি দেখছেন এর মধ্যে ধর্ম কোথায়? এর মূলে আছে পরস্পরের প্রতি একটা ঘৃণা। একটা প্রতিহিংসা নেবার প্রবল ইচ্ছে।

কেন একি আপনি জানেন না? না ইচ্ছে করে ন্যাকা সাজ্ছেন!

নীরোদ—এখন আমায় কি করতে বলেন?

আলি—বলছি। আমায় এখানে কেন আনা হয়েছে বোধ হয় বুঝেছেন।

নীরোদ—বুঝেছি।

আলি—এই দেখুন ব্ল্যাঙ্ক চেক্। আমি রাজি হয়েছি, তবেই এই চেক্ পেয়েছি।

নীরোদ—আপনিত সংঘাতিক লোক মশাই!

আলি—পৃথিবীটা যে সাংঘাতিক জায়গা মশাই। এখন আপনি একটা কাজ করুন। এই কাহিণী নরেশের স্ত্রীকে বলে দিন্, বোধ হয় এখনো তিনি জানেন না।

নীরোদ—আমি বলবো কেন? তাঁর স্ত্রীকে বলার আমার কি অধিকার?

আলি—আহাহা! চটেন কেন? মানে আপনার বাল্যবন্ধু ছিলেন—আমি বল্ছি না আপনার বাল্য প্রনয়িণী। তাঁকে বলুন। জ্যেষ্ঠা ভগিণীর দুর্দ্দশার কথা তাঁকে জানান।

নীরোদ—বলে কি হবে?

আলি—একটা বিধবা বিবাহের আয়োজন করতে হবে—আর কি?

নীরোদ—সমস্ত জেনেশুনে কোন্ হিন্দু তাকে বিবাহ করবে ?

আলি—কোন হিন্দুই নেই ?

নীরোদ—মনেত' হয় তাই !

আলি—না—বলুন—আছে কেউ ?

নীরোদ—না—নেই।

আলি—তা হ'লে কোন মুসলমান যদি তাকে বিয়ে করে আপনার আপত্তি নেইত ?

নীরোদ—আমি ? আমি ? আমি আপত্তি ক'রেই বা কি ক'রতে পারি ?

আলি—বেশ ! এই উত্তরই আপনার কাছে প্রত্যাশা করেছিলাম। এখন আমার একটি উপদেশ শুনবেন্ ?

নীরোদ—কি ?

আলি—শুনেছিলাম আপনি লেখক। অনুগ্রহ করে আর লিখবেন না।

নীরোদ—কেন ?

আলি—কারণ যে নিজেই দেখতে পায়না সে অপরকে পথ দেখাবে কি ? আচ্ছা তা হ'লে আপনি নরেশের স্ত্রীকে বলতে পারবেন না ?

নীরোদ—না।

আলি—বেশ, তা হলে আমাকেই বলতে হবে।

নীরোদ—আপনিই বলবেন ?

আলি—হ্যাঁ—তবে যদি পাপটাও না করতে হয়, আর fee টাও পকেটে যায় সেইত best! অগত্যা পাপ-কাজটা করতে হতে পারে—কিন্তু সেটা হবে next best! অবশ্য third alternative একটা আছে। সেটাও চিন্তা করে দেখতে হবে। আচ্ছা good bye—(প্রস্থান)

(লতার প্রবেশ)

লতা—কি বলছিল ডাক্তারটা ?

নীরোদ—তুমি শুনেছ ?

লতা—অত চেঁচিয়ে বললে না শুনে পারা যায়।

নীরোদ—ও! তাই rascalটা ইচ্ছে করে চেঁচাচ্ছিল। তাইত এখন কি করা যায়।

লতা—তোমার এসবের মধ্যে যাবার দরকার কি ?

নীরোদ—দরকার নেই ?

লতা—না নেই। ওঁরা বড়লোক। ওঁদের সবই শোভা পায়। চল, আমরা এখান থেকে চলে যাই। নইলে তোমার কাজ হবে না।

নীরোদ—কি আমার কাজ ?

লতা—বা—রে তোমার লেখা—যার জন্যে এত কষ্ট করে এখানে আসা—না না, তোমার মন চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। তুমি আর লিখতে পারবে না। চল আমরা যাই।

(শশাঙ্ক, নিভা ও শুভার প্রবেশ)

শশাঙ্ক—এই যে নীরোদ, আমরা এসে পড়েছি। নিভা আস্‌তে চায় না, আমি বলি তা কি হয়? জোর করে আনিলাম।

নীরোদ—প্রণাম কর লতা। ইনিই শশাঙ্কবাবু (লতার প্রণাম)

শশাঙ্ক—চিরজীবি হও মা চিরজীবি হও। বাঃ চমৎকার বৌ হয়েছেত' তোমার।—শুভার মুখে তোমার প্রশংসা শুনে থাকতে পারলাম না মা চলে এলাম বেশ! বেশ।

শুভা—বৌদি, সন্ধ্যেবেলায় আবার আসবো—এসে ধরে নিয়ে যাব কিন্তু। গান গাইতে হবে।

শশাঙ্ক—গান গাইতে পারো নাকি? বেশ! বেশ! তোর জামাইবাবুকে শুনিয়ে দিস্। বেচারা বড় গান শুনতে ভালবাসে। জান নীরোদ জামাই আমার দুটো গানের মাষ্টার রেখেছিল—তা নিভার আর গান গাওয়াই হয় না। ছেলে বেলায় কেমন সুন্দর গাইত' মনে আছেত? তা অভ্যাস রাখলে তবে তো?

নিভা—কি করছ বাবা? নাঃ তুমি থামবেই না। চলুন আমরা ভেতরে যাই।

শশাঙ্ক—তাই যাও মা—তাই যাও। (মেয়েদের প্রস্থান) তারপর নীরোদ কেমন আছ বল?

নীরোদ—ভালই আছি।

শশাঙ্ক—আমি শুনে অবধি বড়ই দুঃখিত হয়ে আছি। তুমি শেষে পিতামাতার আশ্রয় ছেড়ে বিদেশে এই কষ্ট পাচ্ছ?

নীরোদ—কষ্ট কি। কষ্ট কিছুই নয়।

শশাঙ্ক—হ্যাঁ! না মনে করলে আর কষ্ট কি। কিন্তু কি ব্যাপার বলত'? তোমার বাবা মা আপত্তি করলেন কেন?

নীরোদ—আপনিও যে কারণে একদিন আপত্তি করেছিলেন অনেকগুলো জিনিষের মিল হ'ল না বলে। আপনার বেলা ছিল কুষ্ঠি—এবার আর একটু উঁচু! জাত।

শশাঙ্ক—ভাল করনি নীরোদ। তোমরা ভাব এ গুলোর কোন মূল্য নেই। কিন্তু শাস্ত্র যাঁরা লিখেছিলেন, তাঁরা মূর্খ ছিলেন না এটা মানত'?

নীরোদ—তাঁদের মূর্খ ভাবিনা, কিন্তু বহুযুগের পুরানো নিয়মকে আজও নিয়ম বলে মানতে পারি না।

শশাঙ্ক—কেন?

নীরোদ—কেন? একবার দেশের চারিদিকে চেয়ে দেখুন দিকি? হিন্দুর গোঁড়ামীই আজ মুসলমানের এত সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে—যার মূল্য স্বরূপ আজ আদ্ধেক দেশটাই দিয়ে দিতে হচ্ছে?

শশাঙ্ক—হঁ্যা—কিন্তু এব Solution কি?

নীরোদ—হিন্দু আবাব আগের মত উদার হ'য়ে যাক্। বিবেকানন্দ বলেননি—বেদান্ত মস্তিষ্ক--ইসলাম দেহ। একদিন তাই সম্ভব হবে।

শশাঙ্ক—কি বললে—? বেদান্ত মস্তিষ্ক আব ইসলাম দেহ। মানে ইসলাম দেহ আর বেদান্ত মস্তিষ্ক। ভেবে দেখবার মত কথা বটে।—যাক্ এই সব কথার যাদুমন্ত্রে ভুলে নিজেকে শুধু ঠকাচ্ছ কিন্তু তোমাদের এই tall talks গুলোর মানে আমি বুঝতে পারি না। তুমি কি মনে করো গোঁড়ামীর মধ্যে কোন সত্য নেই? একদিন মুসলমানদেব time এ সমস্ত দেশটা যে মুসলমান হ'য়ে যায় নি—সে হিন্দুব এই গোঁডামীর জন্য তা জান!

নীরোদ—জানি—তবু হিন্দুকে আজ এই গোঁড়ামী ছাড়তে হবে।

শশাঙ্ক—যাক! অদৃষ্ট-কে-নিবারণ করবে বল? দেখ সেদিন আমি অনেক ভেবেই রাজী হইনি। তোমার কর্ম্মফল তো দেখছি তোমায় কষ্টের দিকেই নিয়ে চলেছে। তাই তোমার সঙ্গে নিভার কুষ্ঠি মিললো না। আজ দেখত নিভাকে।—তার চেয়ে ভাগ্যবতী তার চেয়ে স্বামী সোহাগিণী—

নীরোদ—চুপ করুন। আপনি অনেক কিছুই জানেন না তাই বেশ আছেন।

শশাঙ্ক—দেখ, যা না জানলেও চলে তা আমি জানতে চাইনে তাই বেশ আছি। কিন্তু তুমি যা বলতে চাও তা' আমি আন্দাজ করছি। ও গুলো হচ্ছে Sentimentalism। সংসারে ওর মূল্য দিতে গেলে চলে না। আর যাকে তোমরা কুসংস্কার বল তা কুসংস্কার নয়। মানুষের বহুদিনের, বহু অভিজ্ঞতার ফল। শাস্ত্রের বচন, মহাজনের বাক্য, মুনি ঋষির কথা, কখনো মিথ্যা হ'তে পারে না। স্রোতের বিরুদ্ধে গিয়ে তুমিই কি কম দুঃখ পাচ্ছ?

নীরোদ—না। নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কচ্ছি। নতুন পথ এই নতুন অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়েই বেরুবে।

শশাঙ্ক—ভাল কথা, আমি শুভার বিয়ের জন্য বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। যদি কোন সৎপাত্র পাই, তা হলে ওকে পাত্রস্থ করে চোখ বুঁজি।

নীরোদ—কি রকম পাত্র চান্?

শশাঙ্ক—সদ্বংশজাত, বিদ্বান, স্বাস্থ্যবান, সচ্চরিত্র আর কি।

নীরোদ—অর্থবান ও?

শশাঙ্ক—নিশ্চয়! অর্থ নইলে সংসারে কোন কাজটা চলে বল?

নীরোদ—যদি অর্থবান হয় অথচ চরিত্রবান না হয় তা হলে?

শশাঙ্ক—চরিত্রবান না হয় মানে? প্রকাশ্যে চরিত্রহীনতার কাজ হতে থাকলে সমাজে মুখ দেখাবো কি করে?

নীরোদ—যদি অপ্রকাশ্যেই হয়।

শশাঙ্ক—(এলিয়ে পড়ে) বড় গুরুতর প্রশ্ন করলে নীরোদ বড় গুরুতর প্রশ্ন! পিতার কাছ থেকে হয়ত এর একই জবাব সম্ভব হ'তে পারে। কিন্তু আমি সাংসারিক লোক। নিজের ভালমন্দ ওজন করে বুঝতে পারি—আর সেই অনুসারে চলতেও পারি তাই সরকারে আমার অত খ্যাতি ছিল। স্যার ডেপুটি থেকে ডেপুটি, ডেপুটি থেকে ডিষ্ট্রীক্ট-ম্যাজিষ্ট্রেট. তা থেকে রায় বাহাদুর, রায় বাহাদুর থেকে O.B E. তাই আমি বলি, যা অপ্রকাশ্য তা অপ্রকাশ্যই থাক বাইরে আসার দরকার কি?

নীরোদ—বুঝলাম। কিন্তু যদি ঠিকুজি কুষ্ঠিতে কিছু অমিল হয়।

শশাঙ্ক—না না, তা হলে কিন্তু হবে না। আমি পিতৃপিতা-মহদের রাস্তা ছাড়তে পারবো না।

নীরোদ—ওঁদের রাস্তায় চলে ফল কি হয়েছে? আভাত' এক বছরেই বিধবা হলেন। কুষ্ঠির মিলত—রাজ যোটকই হ'য়েছিল শুনতে পাই।

শশাঙ্ক—বড় নির্ম্মম আঘাত করলে নীরোদ। এ তোমার উচিত হয়নি। আভা আমায় কত দুঃখ দিয়েছে যদি জানতে। কত আশা করে বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম। সব গেল। অত রূপ অত গুণ

সব গেল। বেচারা কোথাও বেরোয়না। সারাদিন ঘরে বন্ধ থাকে। সারাদিনে তার গলার একটা আওয়াজ পর্য্যন্ত শুনতে পাইনা। কি এক রকম সন্ন্যাসিণীর মত হ'য়ে আছে। তার দুঃখ আমি ভুলতে পারি না। সব ঠিক। তবু বলব সে তার কর্ম্মফল। পিতা হ'য়ে তার কর্ম্মফলকেত নিবারণ করতে পারিনা নীরোদ।

নীরোদ—বোধ হয় এই আপনার সান্ত্বনা।

শশাঙ্ক—বোধ হয় কেন? এই আমার সান্ত্বনা। কর্ম্মফল। কর্ম্মফল। মানুষের হাত কি আছে বল? আচ্ছা নীরোদ আমার আবার একটু না বেড়ালে হজম হয় না। তুমি বসবে, না আমার সঙ্গে একটু বেড়াবে?

নীরোদ—চলুন আমিও একটু বেড়িয়ে আসি।

(উভয়ের প্রস্থান)

(লতা, নিভা ও শুভার প্রবেশ)

নিভা—তুমিই সুখী ভাই।

লতা—কেন?

নিভা—স্বামী পুত্র নিয়ে সুখের সংসার।

লতা—হ্যাঁ। আপনারও কোলে একটি খোকা হলে বেশ হত।

নিভা—কপাল।

লতা—হ্যাঁ কারুর চাইলেও হয় না আবার কারুরী না চাইতেই ভীড় করে আসে।

শুভা—(চমকে একটু ব্যস্তভাবে) আমি চললাম বৌ দ আমার বাক্সটা বোধ হয় খোলাই পড়ে আছে—

(প্রস্থান)

লতা—ওমা শুভাও পালাল। এঁরাও নেই। ইচ্ছে করেই সরে যাওয়া।

নিভা কেন ?

লতা — কিছুই জান না ?

নিভা—কি ?

লতা—কোন কিছু ?

নিভা—না—বলুন না কি ?

লতা—তোমাদের ওই ডাক্তারটি এসে ওঁকে কি সব বলে গেছেন। তোমাকে বলতেও বলেছেন তার চিন্তাতেই উনি অস্থির। ভাবতে পাচ্ছেন না— বলবেন তোমাকে।

বলতে বলেছেন ডাক্তার ?

লতা—সে উনিই বলবেন এখন।

নভা—না আমি শুনতে চাই বলুন।

লতা—সে ভাল কথা নয়।

নিভা—হ'কগে তবু বলুন। জানি। তবু বলুন। আরো কি জানবার আছে। তাই বলুন। আর দেরি ক'রবেন না। আমার ধৈর্য্য থাকছে না বং. ।

লতা—মানে তোমার আভাদির (এবার থেকে শরীর খারাপ হ'তে আরম্ভ হয়েছে)

(কানে কানে কথা)

নিভা—সত্যি ?

লতা—সত্যি নাত' কি মিথ্যে ? উনিত' বলতেই পারতেন না আমি বলে ফেললাম্।

নিভা—উঃ ভগবান। আমার মাথা ঘুরছে ! আমি কি করবো।

লতা—কি হল ? ওকি অমন করছ কেন ? কোথায় গেলেন এঁরা ? কি হল ?

নিভা—চেঁচাবেন না বৌদি ! ভয় নেই। আমার ফিট্ হবে না। কিন্তু শরীর কেমন ক'রছে। চোখে অন্ধকার দেখছি। একটু জল দাও। জল।

লতা—ঝি ! ঝি ! আঃ ঝিটা কোথায় যে গেল খোকাকে নিয়ে। কাজের সময় কিছুতেই থাকবে না। আচ্ছা আনছি আমিই আনছি। তুমি বোসো এই চেয়ারটায়।

(নিভা চেয়ারে বসে চোখ বুজে হাত পা এলিয়ে দিল)

দ্বিতীয় অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

নরেশের বাড়ীর সামনের বাগান।

ডাঃ আলি খবরের কাগজ পড়িতেছিল

(নরেশ প্রবেশ করিল)

নরেশ—You Swine! You blackguard!

আলি—হুঁসিয়ার। মুসলমানকে swine বলতে নেই। Blackguard! Why?

নরেশ—তুমি বলে দিয়েছ নিভাকে সব?

আলি—আমি? নিভাকে? পাগল হয়েছ নাকি?

নরেশ—তবে কেমন করে জানল সে?

আলি—আমি কি করে জানব? Honour bright আমি Swear করছি। আমি নিভা দেবীকে কিছু বলিনি। বিশ্বাস কর। তুমি আমার বন্ধু। তার ওপর আমি ডাক্তার।

নরেশ—তুমি একটা Scoundrel.

আলি—তুমি ও তো তাই বন্ধু। নাঃ আমি যাচ্ছি আজই খোদা হাফিজ্ আমি যাচ্ছি। ম্যায় যা রহা হুঁ। বুঝলে। কারুর চোখ রাঙানি সওয়া এ শর্ম্মার মানে এ মিঞার কাজ নয়।

নরেশ—আহা হা! চট কেন? কিন্তু সে জানল কি ক'রে?

আলি—জানবে না? চোখ নেই? এ রকম একটা Physiological Change!

নরেশ—আমায়ত' মেরে ফেললে একেবারে! Hysteric Hysteric হয়ে গেছে! শ্বশুর মশাইকেও সব বলে দিয়েছে। তিনি একটা সিন্ না করে বসেন। কি মুস্কিলে পড়লাম বলত? তোমাকে নিয়ে এলাম যাতে quietly সব হয়ে যায় তা নয়—

আলি—To every action there is an equal and opposite re-action!

নরেশ—Taunt করছ?

আলি—না-না কথাটা বেড়িয়ে গেল হঠাৎ।

নরেশ—দেখ, আমি ছেলে মানুষ নই। অত সহজে ভয় পাই না! তুমি না কর, অনেক ডাক্তার পৃথিবীতে আছে যারা স্বচ্ছন্দে এ কাজ করবে। আমি মাথা হেঁট করবোনা—তোমার কাছে কিংবা স্ত্রীর কাছে কিম্বা ওই শ্বশুরের কাছে। ওরাইত responsible কেন বিয়ে দিল না, যাকে ভালবেসেছিল, তার সঙ্গে। ওই নীরোদ ছোকরার সঙ্গে। আমি কিন্তু চিরকাল চরিত্রহীন ছিলাম না। ছেলেবেলা থেকে এটা ঠিক যে আমি শক্তির

উপাসনা করে এসেছি, অর্থের পূজা করে এসেছি. কিন্তু চরিত্র হারাবো এ সংকল্প ছিল না।

আলি—তবে তোমার, এ অধঃপতন হ'ল কেন ?

নরেশ—অধঃপতন নয় বন্ধু। আমার সমস্ত প্রকৃতি মুক্তি পায় আভার কাছে এলে। একি নিদারুন সম্পর্ক জানি না। কাছে এলে আমি কেমন হয়ে যাই।

আলি—আর স্ত্রী কাছে এলে ?

নরেশ—স্ত্রী ! খাসা স্ত্রী। এমন একটা বিতেষ্টা পেয়ে বসে যে কি বলব তোমায়। কেবল আঘাতই করতে ইচ্ছে হয়। কেবল কলহ ! কেবল কলহ। কেবল বিবাদ ! গোড়া থেকেই নব বধু এল এমন একটা কঠিন মুখোস পরে, চোখে নিয়ে এল এমন একটা ছুরির ধার, যে জমলনা জমলনা।

আলি—ও জমলনা বলেই বুঝি এল আভা।

নরেশ—হ্যাঁ ! এমন সময় এল আভা ! শ্বেতবসনা বিধবা। সংযমে শুচিতায় পবিত্র কঠিন। কিন্তু এ তার বাইরের আবরণ। ভেতরে হৃদয় সর্ব্বস্ব হারিয়ে সাহারার মত হা, হা, করছে (ঢোক গিলে) হ্যাঁ এল আভা। তাকাল স্নিগ্ধ দৃষ্টীতে হাসলো মিষ্টি হাসি। তোমায় কি বলবো ডাক্তার ! ওই যে কবিরা বলে না—নীরব বীনা উঠলো বাজি। আমার হল তাই। তারপর অবলা নারী আর

আমার অসীম personality সহ্য করতে পারলনা।
স্রোতের মুখে ভেসে গেল। মানে যেতে বাধ্য হ'ল।

আলি—বাধ্য হল?

নরেশ—হ্যাঁ, বাধ্যই হল!

আলি—হ্যাঁ শক্তিমান পুরুষ তুমি। শক্তিমানের জয় সর্ব্বত্র।
যাক, One more victim added to the list, rather long list.

নরেশ—হ্যাঁ, শক্তিমান পুরুষ আমি। অস্বীকার করছিনা।
অর্থেরও শক্তি আছে, মনের শক্তি আছে, চরিত্রেরও শক্তি আছে।

আলি—চরিত্রের যদি শক্তি আছে তো তা হ'লে এ infatuation হোলো কেন?

নরেশ—Infatuation, রীতিমত infatuation! But never was infatuation more delightful.

আলি—ওকে বিয়ে করে ফেলনা! তোমাদের বহু বিবাহ ত' আছে।

নরেশ—বৃথা আশা দেখিও না। বিধবা বিবাহ! ওই শঙ্কর-ভাষ্য বাপ, সনাতন ধর্ম্ম, সমাজ, খুন আর কি। মরীচিকা-মরীচিকাই থাক। তুমি কি ভাব আমার মনে soft corner নেই? পিতা হয়ে সন্তানকে মারবার চেষ্টা করছি। এযে কি দুঃখে, কি ভয়ে তা কি বুঝছো না?

(নিভার প্রবেশ)

আলি—Good morning Mrs. Banerjee. How do you do. আজ চায়ের টেবিলে দেখিনি কেন ?

নিভা—Good Morning ; একটা কথা ডাঃ আলি ! মেরে ফেলবেন না যেন ! বলুন ! ফেলবেন না !

আলি—কি বলছেন মিসেস্ ব্যানার্জী ! আমিত' আজই চলে যাচ্ছি ! কি হল আপনার ?

নিভা—সত্যি যাচ্ছেন ? যান যান, ডাক্তার বাবু। আমি ষ্টেশনে গিয়ে তুলে দিয়ে আসবো। কিন্তু হত্যা করবেন না যেন। আহা, শিশু—অসহায় শিশু ! মায়ের কোলে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে। তাকে অকালে জাগাবেন না। অসহায় সে, বোবা সে, কিছু বলতে পারবেনা। কিন্তু ভগবান ? ভগবান কি বলবেন ?

আলি—আপনার হল কি ? কি গো স্বামীদেবতা ! এখন মুখ ফেরাচ্ছ কেন হে শক্তিমান পুরুষ !

নিভা—আমার স্বামীর শিশু ! আমার কোলে হল না—কি করবো ? কিন্তু আমি তাকে হত্যা করতে দেব না। আমি তাকে রক্ষা করবো ! ডাক্তার বাবু! মারবেন না। আমি মরে গিয়ে ওদের রাস্তা পরিস্কার করে দেবো। বলুন, মারবেন না।

আলি—আচ্ছা, কথা দিলাম, মারব না! হলত'?

নিভা—বেশ! আপনার ভাল হবে ডাক্তার আলি। ভগবান আপনার ভাল করবেন। আপনাদের খোদা আপনার ভাল করবেন।

(প্রস্থান)

আলি—সাবধান নরেশ! There is great risk, শেষে insanityতে না দাঁড়ায়।

নরেশ—পাগল হয়ে যাবে?

আলি—আশ্চর্য্য নয়।

নরেশ—কি করব তা হলে?

আলি—ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনা। তবে পারত পক্ষে oppose কর না। ভয়ানক nervous tension যাচ্ছে। একটা terrific shock পেয়েছে।

নরেশ—কি করা যাবে তা হলে?

আলি—দেখি ডাক্তারী শাস্ত্রে কোন উপায় আছে কিনা। একটা plan এসেছে মাথায়। দেখি কতদূর কি হয়।

নরেশ—কি প্ল্যান?

আলি—ডাক্তারের প্ল্যান কি বলে বেড়াবার জিনিষ হে; ওই নীরোদ আসছে তোমার শ্বশুর মশায়ের সঙ্গে।

নরেশ—আমি বড় দেখতে পারি না ওকে—

আলি—দেখ; ওসব ওসমান জগৎসিংহ ঢং ছাড়, বরঞ্চ

মিশতে দাও তোমার স্ত্রীকে খুবই আছে।
Tension কিছু release করা দরকার।

নরেশ—তা হলে বলবনা কিছু ?

আলি—না—উলটে আদর অভ্যর্থনা কর। আর কি বলবে? বলবার তোমার আছে কি ?

নরেশ—কিন্তু শ্বশুর মশায়ের মুখটা বেজায় গম্ভীর, আমি পালাই।

(প্রস্থান)

(ডাক্তারও চলে গেল—শশাঙ্ক ও নীরোদের প্রবেশ)

শশাঙ্ক—Impossible ! Impossible এই creation ! হা জগদীশ্বর ! না, এখানে ঈশ্বর নেই, ধর্ম্ম নেই, পাপ পুণ্য নেই ! উঃ গা জ্বালা করছে। সমস্ত শরীর জ্বালা করছে (বসে) Oh ! my cup of misery is full ! আমার পাপের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত শুরু হয়েছে। কিন্তু এ আমি সহ্য করব কি করে ?

নীরোদ—সত্যি, এ রকম যে ঘটতে পারে ভাবাও যায় না।

শশাঙ্ক—ছি-ছি-ছি, আমায় মরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে।

নীরোদ—এখন ছি-ছি করলে আর কি হবে? একটা [illegible] উপায় ভাবুন।

শশাঙ্ক—যে মেয়ের কপালে সুখ নেই, তাকে সুখ দেবে [illegible] এক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিয়ে দিয়েছিলাম

শুধু ভাল পাত্রটি দেখে। সে যে মনে মনে এত বড় Scoundrel তা কে জানত? কি করি বলত নীরোদ?

নীরোদ—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। এ একটা মস্ত দুর্ঘটনা।

শশাঙ্ক—বাইরের লোককে আটকান যায়, কিন্তু যেখানে নিজের ঘরের ভেতরই পাপ সেখানে কি উপায় আছে বল? নিভার মুখের দিকে আমি তাকাতে পাচ্ছি না কাল তোমার ওখানে ফিট হয়ে যাবার পর কেমন যেন হয়ে গেছে। রাত্রে আমায় কাঁদতে কাঁদতে বললে সব। সারারাত শুধু মাথার চুল ছিড়েছি আর নিজেকে Curse করেছি সকালেই তোমার ওখানে গেলাম। এখন আমি কি করি বলত? আভাটা গা ঢাকা দিয়েছে, ভালই করেছে। দেখতে পেলে আমার নিজের ওপর বিশ্বাস নেই। হয়ত একটা কিছু করে ফেলতে পারি। সেই ভয়ে কালকেই রিভলবারটা বাক্সে বন্ধ করেছি। আর চাবিটা আভার কাছেই পাঠিয়ে দিয়েছি। কি করব? আমার নিজের ওপর আর বিশ্বাস নেই।

নীরোদ—এ আপনার বাড়াবাড়ি! ওরই কি সব দোষ নাকি?

শশাঙ্ক—ওরই তো দোষ! নির্লজ্জ বেহায়া কেথাকার! পুরুষ মানুষরাত' ও রকম হয়েই থাকে! তাই বলে মেয়েদের ঠিক থাকতে হবে না। বিধবার আদর্শ আমাদের কত উঁচু বলত? হিন্দুর বাল বিধবা সে যে দেবী—দেবী! কত সংযম, কত পবিত্রতা সব গঙ্গায় ভাসিয়ে দিলে! এখন বলত! বিপদটা কার হল? ওর না আর কারুর? আর একজনত' দিব্যি গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াচ্ছেন! শিকারী—শিকারী!

নীরোদ—চুপ করুন! অতটা উতলা হবেন না।

শশাঙ্ক—উতলা হবনা। আজ সকালে দেখি ডাক্তারের সঙ্গে হেসে হেসে চা খাচ্ছেন। দেখে সর্ব্বাঙ্গ আমার জ্বলে গেল। যেখানে দু চোখ যায় বেরিয়ে পড়লাম।

নীরোদ—ডাক্তার আমার কাছে কি বলতে গিয়েছিল জানেন তো?

শশাঙ্ক—জানি! কিন্তু এখন ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর কি উপায় আছে।

নীরোদ—আর কোন উপায় নেই?

শশাঙ্ক—আর কি উপায় আছে? সমাজে, মান মর্য্যাদা রেখে চলার এ ছাড়া আর কি উপায় আছে বল। আমারত' চোখে আর কিছু পড়ছেনা। যা হয়ে

গেছে তার জন্যে চিন্তা করে আর কি হবে! এখন যেটা করা দরকার সেটার বিষয়ইতো ভাবতে হবে! উঃ কত বড় উঁচু মাথাটা আমার কোথায় নামিয়ে দিলে! এখন আমি কি করি। কি করে সব দিক বাঁচিয়ে চলি।

(ডাঃ আলির প্রবেশ)

আলি—আজ ভারী মজা হয়েছিল একটা। সকাল বেলাতেই একটা কল্ পেয়ে গিয়েছিলাম। কলকাতার একজন বড় লোক! রোগ কিছুই নয়, মানসীক পীড়া! আমিও দিলাম মস্ত একটা prescription করে। আসলে কিছুই নয় কিন্তু তা হলে ফি'টা নেওয়া যায় কি করে আর বড়লোক যখন তখন রোগ নিশ্চয় কিছু আছেই! নইলে বডলোক কেন?

শশাঙ্ক—আলি! কত বড় বিপদ আমাদের পরিবারে ঘনিয়ে উঠেছে জান?

আলি—শুনেছি! কিন্তু গল্পটা শুনুন আগে! ওষুধ লিখে দেবার পর ভদ্রলোক ছাড়েন না বল্লেন গল্প করুন। গল্প করতে লাগলাম বললাম psycho treatment এর কথা বললাম spritual power, will force এর কথা। ভদ্রলোক তখন বললেন, ডাক্তার তুমি বিশ্বাস কর আমাদের yoga? spri-

tuality ? will power ? আমি বললাম, আলবৎ করি as a doctor করি।

শশাঙ্ক—এই কি গল্প করবার সময় হল ? একটা পরামর্শ কর না।

আলি—করব ! পালাচ্ছে না ত ? ভদ্রলোক তখন বললেন আমি এই ছ-বছর শুধু একটা জিনিষই will করছি ! হচ্ছেনা কেন ? জিজ্ঞেস করলাম কি জিনিষ ? বললেন—ছেলে ! একদিন রাগ করে চলে গেছে। আর আসেও না, খবরও নেয়না। ৺বিজয়ার দিন একটা প্রণাম ও পাঠায় না। কোথায় কোন মফঃস্বলে নাকি স্কুল মাষ্টারী করে খাচ্ছে।

নীরোদ—কি বললেন—

আলি—ওই তো বললাম ? yoga আর sprituality বলতে অজ্ঞান। Conal Daylee থেকে আরম্ভ করে শ্রীঅরবিন্দু পর্য্যন্ত কণ্ঠস্থ।

নীরোদ—নাম কি ?

আলি—তাইত' নামটা তো ভুলে গেছি ! আচ্ছা জিজ্ঞেস করে বলব এখন ! হ্যাঁ—কি পরামর্শ বলছিলেন।

শশাঙ্ক—জান না কি পরামর্শ ? এখন কি করা যায় বল ? কি করে এ সর্ব্বনাশের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় তাই বল ?

আলি—আপনি কি বলেন ?

শশাঙ্ক—আমি কি বলব ? তুমি ডাক্তার ? কর্ত্তব্য তোমার তুমিই ঠিক কর।

আলি—আমি বলছিলাম কি ওদের বিবাহ দিলে হয়না ?

শশাঙ্ক—বিবাহ ! বিধবার বিবাহ ! কি যে বল তুমি, শাস্ত্র নেই, সনাতন ধর্ম্ম নেই ! এ হল আলাদা বিবাহ একটা পবিত্র অনুষ্ঠান। শাস্ত্রানুসারে তার যথাবিহিত করা কর্ত্তব্য ! না-না বিধি, নিষেধ নিয়ম দ্বারা সে সুরক্ষিত।

শশাঙ্ক—ছেলে খেলা নয়। এই ত' নীরোদ অজাতের মেয়ে বিয়ে করেছে ! বড় ভাল কাজ করেছে বল ?

আলি—তা হলে আপনার মত নয় ?

শশাঙ্ক—না-না আমরা অনেক পতিত হয়েছি বটে কিন্তু আর পারব না। হিন্দু ধর্ম্মে এখনো অবিচলিত নিষ্ঠা আছে।

আলি—আপনাদের এই অবিচলিত নিষ্ঠাই যে হিন্দুধর্ম্মকে রসাতলে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

শশাঙ্ক—কেন ?

আলি—কেন ? ধরুন আপনার কন্যা যদি ধর্ম্ম ত্যাগ করে ?

শশাঙ্ক—আমি মনে করি সেও—তার পক্ষে মঙ্গল, দূর

হয়ে যাক্ সে আমার বাড়ী থেকে আমাদের সমাজ থেকে।

আলি—সে কি! পিতা হয়ে আপনি এই কথা বলছেন?

শশাঙ্ক—হ্যাঁ—পিতা হয়েই এই কথা বল্‌ছি। দূর হয়ে যাক্ সে। হিন্দু ধর্ম্ম—তারপর ও বেঁচে থাকবে। ও রকম চরিত্রহীনাকে নিয়ে হিন্দুধর্ম্ম গৌরব করবে না। পিতৃপিতামহের বংশের সম্মান যে এক মিনিটে ধুলোয় লুটিয়ে দিল, সে দূর হয়ে যাক আমার সামনে থেকে, কিম্বা বিষ খেয়ে ওই পাপদেহ বিসর্জ্জন দিয়ে দিক্। আমি একটুও কাঁদব না—একটুও না—একটুও না।

(প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ)

দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুন্‌ছে। বেহায়া মেয়ের গলার দড়িও জুট্‌ছে না। আমি আর ওর মুখ দেখবোনা। এ জীবনে আর ওর মুখ দেখব না।

আলি—Operation টা Successfull হলেও দেখবেন না।

শশাঙ্ক—অ্যাঁ?

আলি—বলছি কি ডাক্তারের কাজটা যদি ভালয় ভালয় হয়ে যায় তারপর ও কি দেখবেন না?

শশাঙ্ক—তারপর? আচ্ছা তারপর সে তখন ভেবে দেখা যাবে।

প্রস্থান।

আলি— হাঃ হাঃ হাঃ এর ওপর দাঁড়িয়ে আছে একটা আস্ত মানুষ, একটা আস্ত সমাজ! appearance; appearance!

নীরোদ—আচ্ছা, সেই ভদ্রলোকটি যার কাছে আপনি কলে গিয়েছিলেন, তিনিও কি চেঞ্জে এসেছেন?

আলি—হ্যাঁ!

নীরোদ—কলকাতার লোক?

আলি—হ্যাঁ!

নীরোদ—তিনি কি Advocate? কলকাতার নামজাদা advocate?

আলি—ঠিক মনে নেই!

নীরোদ—আচ্ছা, একটু ভেবে বলুন দেখি! আঃ কি ভাবছেন আপনি?

আলি—ভাবছি যে আপনাদের মত অহঙ্কারী জাতি আর বোধ হয় পৃথিবীতে নেই।

নীরোদ—আঃ যেতে দিন ও সব কথা। একটু মনযোগ দিন্ না। শুনুন! তাঁর নাম কি N. C. Chowdhury?

আলি—এই এতক্ষনে মনে পড়লো! হ্যাঁ মিঃ Chow-

dhury বটে! ও কি! কি হল মশাই! আপনি
ও অজ্ঞান টজ্ঞান হবেন নাকি?

নীরোদ—ডাঃ আলি! তিনি কে জানেন?

আলি—কে?

নীরোদ—তিনিই আমার পিতা।

আলি—তিনিই আপনার পিতা? আপনি তার নিরুদিষ্ট
সন্তান। Capital! Capital চলুন চলুন!

নীরোদ—না-না-না। আপনি দয়া করে কিছু বলবেন না
তাঁকে। আমি আজই এখান থেকে চলে যাব।

আলি—সে কি! কেন?

নীরোদ—হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমার অনুরোধ ডাঃ আলি। আমার
অনুরোধ। আপনি আমাদের sentiment বুঝতে
পারবেন না।

আলি—দরকার ও নেই পেরে। চোখের সামনে দুটি হিন্দু
পিতার যা sample দেখছি। বাঃ-বাঃ নমস্কার।

নীরোদ—যা ইচ্ছে বলুন কিন্তু কিছু বলবেন না তাঁকে—
হাত জোড় করছি।

আলি—আচ্ছা—আচ্ছা! হায়রে বাপ, হায়রে ছেলে আর
হায়রে বাপ ছেলে নিয়ে গড়া সমাজ।

নীরোদ—কেন? আপনি কখনও বাপের ওপর অভিমান
করেন নি।

আলি—আমি? আমার বাপের ওপরে। অভিমান?

What a question! কোথায় পিতা, কোথায় আমি, কোথায় অভিমান। a blow, a Knock-out blow।

নীরোদ—কি হল মশাই! আপনার আবার কি হল?

আলি—উঃ—মানুষ কত দুর্ব্বল। আমার সব চেয়ে দুর্ব্বল জায়গায়, সব চেয়ে কঠিন আঘাত করলেন নীরোদ বাবু।

নীরোদ—কি হল ডাঃ আলি? কি হল? না জেনে কিছু বলে ফেললাম নাকি? I am sorry.

আলি—যাক্—আর জিজ্ঞেস করবেন না।

নীরোদ—চলুন না—একটু গরীবেরই ওখানে।

আলি—আপনার ওখানে। এখন বাজে রাত ৯টা আপনার বাবার ওখানে সকালে যাব। আচ্ছা চলুন। আপনার সঙ্গই এখন আমার সব চেয়ে ভাল লাগছে। আমরা দুজনেই বুঝলেন Smitten not by fate but by fathers.

তৃতীয় অঙ্ক

(প্রথম দৃশ্য)

নিবারণের ঘর।

নিবারণ, মমতা ও ডাঃ আলি।

নিবারণ—Misterious ! Misterious Universe ! Spirit ! Spirit Supreme ! ডাঃ আলি, তুমি prometheus unbound পড়েছো ?

আলি—না।

নিবারণ—পড়লে দেখতে human will কি করে bondage থেকে মুক্তি পেল। আমিও একবার বাড়ী থেকে পালিয়ে ছিলাম ডাক্তার, তা জানো ?

আলি—না।

নিবারণ—(স্ত্রীকে দেখাইয়া) ইনি আর এঁর বাবা ফিরিয়ে আনলেন। ঈশ্বর দর্শন আর হল না।

মমতা—উঃ সে কি দৃশ্য ! এক পাল সন্ন্যাসী, গায়ে ছাই মাখা 'ধুণীর চারদিকে বসে। ইনিও বসে। মাথায় ঝাকড়া ঝাকড়া চুল সর্ব্বাঙ্গে ছাই। সন্ন্যাশিদের সঙ্গে গাঁজা টানছেন। দেখে আমি কেঁদে মরে যাই।

নিবারণ—গুরু বললেন যাও ব্যাটা সন্সার করো ! আভি সময় নেহি হুয়া।

মমতা—অমনি বললে বুঝি। আমি আর বাবা কেঁদে পড়লাম না পায়ে ? খোকাকে কোলে বসিয়ে দিলাম না সন্ন্যাসীর ?

আলি—খোকা ?

মমতা—হ্যাঁ, সেই খোকা আজ কোথায় ?

নিবারণ—গুরু বলতেন মায়া কি জগৎ। কভি সুখ কভি দুখ্।

আলি—By the way Mr. Chowdhury আপনার ছেলের খবর কিছু পেলেন ?

নিবারণ—(চমকে উঠে তাকিয়ে রইলো)

মমতা—ছিঃ ডাক্তার ! আচমকা এ রকম করে জিজ্ঞেস করতে আছে ?

আলি—জিজ্ঞেস করছি ছেলের খবর কিছু পেলেন ?

নিবারণ—হঠাৎ এ প্রশ্নের মানে ?

আলি—আছে মানে, আমি ডাক্তার।

মমতা—এতে ডাক্তারীর কি আছে ?

আলি—আছে ! ছেলের সঙ্গে মিল না হলে ওঁর রোগও সারবেনা।

নিবারণ—ছেলের সঙ্গে মিল হবেও না। ডাক্তার সে বংশের সম্মান রাখলে না। সে অবাধ্য ছেলে। তার মুখ দর্শন করব না।

আলি—কে দর্শন করবে না? দর্শন করবার মত চোখ আপনার কতদিন থাকবে!

নিবারণ—কি বললে?

আলি—বলছি কি মানুষের চোখত অনন্তকাল চেয়ে থাকতে পারে না। একদিন তাকে বন্ধ হতেই হবে। তবু পৃথিবী বেঁচে থাকবে। যাকে দর্শন করলেন না সেও বেঁচে থাকবে।

নিবারণ—তুমি কি বলছ ডাক্তার? তা হলে—তা হলে—তা হলে বাপের ন্যায্য অভিমানের কি স্বার্থকতা নেই?

আলি—স্বার্থকতা এই যে সেই জন্য আপনি আজ ব্যাধি-গ্রস্থ।

নিবারণ—কিন্তু উপায় কি। সমাজের অনুশাসন ত মেনে চলতেই হবে। সমাজদ্রোহীকেত শাস্তি দিতেই হবে। জানি শেষ সময় আমার ঘনিয়ে আসছে। হয়ত এ জীবনে তার সঙ্গে দেখাই হবে না। কিন্তু উপায় কি! সমাজের অনুশাসন ত মেনে চলতেই হবে। সমাজদ্রোহীকে ত শাস্তি দিতেই হবে!

আলি—কি লাভ হবে তাতে! কালের গতি আটকিয়ে রইল কি?

নিবারণ—নাঃ কৈ আর রইল। বাপের দুঃখে একটা ফোটা অশ্রুজল কোথাও পড়ল না।

আলি—একদিন আপনি থাকবেন না, কিন্তু আপনার ছেলে থাকবে। একদিন পিতারা'ত পুত্রদের ড্রইং রুমে ছবি বাঁধান মূর্ত্তি হয়েই বিরাজ করেন—আপনি সেটুকুও হয়ত থাকবেন না। কি লাভ হবে তাতে।

নিবারণ—আমার লাভ না হোক সমাজের মুখরক্ষা'ত হয়েছে। এই আমার সান্ত্বনা।

আলি—হ্যাঁ! ইতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে তা লেখা থাকবে। কিন্তু আপনার কি লাভ হল তাতে।

নিবারণ—আমিও সমাজের একজন। সমাজের লাভেই আমার লাভ।

মমতা—ডাক্তার পুরানো কথা ঘাঁটিয়ে আর লাভ কি? আমি হার মেনেছি। তুমিও পারবেনা।

আলি—পারতেই হবে। আচ্ছা তা হলে আপনি এক'বছর ধরে কি এও মনে মনে will করছিলেন?

নিবারণ--আমি চাই—আমি চাই—হঠাৎ—হঠাৎ

আলি—হঠাৎ will power এ ছেলে আপনার কাছে হাত যোড় করে এসে দাঁড়িয়ে থাকবে—তাই না?

নিবারণ—হ্যাঁ, হ্যাঁ তবেইত will power!

আলি—কিন্তু তারপর?

ণিবারণ—তারপর আর কি? তারপর সে ফিরে যাবে। অজাতের বৌ নিয়ে তো ঘর করতে পারব না।

সমাজের নিয়ম যে বড় কঠোর। একদিন এক ঝড় বৃষ্টির রাত্রে বেড়িয়ে এসে শুনলাম সে এক বস্ত্রে গৃহত্যাগ করেছে। কিছুক্ষণ আগে অবশ্য একটা rowdy scene হয়ে গিয়েছিল। সেই থেকে বলে দিয়েছি, তার নাম যেন কেউ এ বাড়ীতে না করে। কিন্তু তার নাম কেউ না করলে কি হয়, কানে যে সব সময় সেই আওয়াজই বাজছে! কঠোর হয়েছি কঠিন হয়েছি—নিষ্ঠুর হয়েছি কিন্তু আওয়াজ বন্ধ হচ্ছে কৈ?

আলি—বিবেকের আওয়াজ! বন্ধ হয় কি সহজে!

নিবারণ—উঃ! সমাজের নিয়ম বড় কঠোর।

আলি—সে আপনাদের হিন্দু সমাজের বলুন। যদি এইবার সে হিন্দু সমাজ ছেড়ে চলে যায়?

নিবারণ—(উঠে বসে) হিন্দু সমাজ ছেড়ে চলে যায় মানে?

আলি—মানে ধরুন যদি মুসলমান হয়ে যায়। আপনাদের সমাজে থেকে তার সম্মান নেই।

নিবারণ—নেই?

আলি—না! বেজ্জাচিতেও লাথি মেরে যায়। আত্মীয়দের স্নেহ নেই। বন্ধুদের প্রীতি নেই। কি কিছু বলছেন না যে?

নিবারণ—বন্ধুদেরও প্রীতি নেই?

আলি—না অত্যন্ত একা নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে হয় এইসব লোকদের। তাই বলছি এইবার যদি সে বিধর্ম্মী হয়ে যায় কাকে ধন্যবাদ দেবেন।

নিবারণ—নিজের অদৃষ্টকে দেব। আর কাকে? মুসলমান হয়ে যাবে আমার ছেলে? একি possibilityর কথা বলছ ডাক্তার। না—না তুমি মুসলমান তাই এ কথা ভাবতে পারছ। আমার ছেলে কখন মুসলমান হতে পারে না।

আলি—আপনার ছেলে আর কোনখানটায়। বলছেন ছ' বছর দেখা শোনা নেই, পত্রালাপও নেই। এই কি বাপ ছেলের সম্বন্ধ নাকি? এরপর ছেলে আপনার মুসলমানই হোক—ক্রীশ্চানই হোক আপনার কি?

নিবারণ—Blood Blood! নিজের Ego সন্তানের মধ্যেও যা বেঁচে থাকে।

আলি—মুখে বলছেন সন্তান কিন্তু ব্যবহার করেছেন শত্রুর মত!

নিবারণ—শত্রুর মত?

আলি—তা ছাড়া আর কি? একটা ছত্ত পর্য্যন্ত নেই! All deplomatic relations cut off. একেবারে belegevent state দুটি।

নিবারণ—উঃ ছেলেদের বিদ্রোহ করতে কে শেখায়?

আলি—কেউ শেখায় না। কালের গতিতে আপনিই হয়। আপনিওত একদিন বিদ্রোহ করে ঘর ছেড়ে পালিয়েছিলেন! কে বিদ্রোহ করতে শিখিয়েছিল আপনাকে?

নিবারণ—উঃ পৃথিবীতে কি শান্তি আসবে না? ভগবান নির্লিপ্ত ভগবান? শুধু হাসছ! শুধু মজা দেখছ? আমিত Surrender করেছি! Divine এর কাছে Surender করেছি! Mother Oh Mother, O Mahakali. Maha Lakhsmi, Maha Saraswatty come down! Come down! হে ঐশ্বরিক শক্তি নেমে এস! নেমে এস! Devinise the world, Devinise the world, peace! peace! শান্তি শান্তি!

আলি—এমনি করে কদিন নিজেকে ভুলিয়ে রাখবেন?

নিবারণ—ভুলিয়ে রাখছি।

আলি—শুধু ভুলিয়ে রাখছেন নয়, নিজেকে যে ভোলাচ্ছেন তা টেরও পাচ্ছেন না।

নিবারণ—Young man keep quick!

আলি—Old man? দুদিন বাদে যে চিতায় উঠবেন পৃথিবীতে রেখে যাবেন শুধু এক মুঠি ছাই—

নিবারণ—না! Life is immortal! জীবনের শেষ মৃত্যুতে নয়!

আলি—আচ্ছা। ধরুন আপনার ছেলের সঙ্গে যদি দেখা করিয়ে দিই।

নিবারণ—তুমি ?

আলি—হ্যাঁ !

নিবারণ—প্রলোভন দেখাচ্ছ ডাক্তার। এ রকম hard boiled advocateকে প্রলোভন।

আলি—না সত্যি বলছি।

নিবারণ—সত্যি বলছ ? পারবে দেখাতে ?

আলি—কি সুন্দর নাতি হয়েছে আপনার ? দেখবেন না ?

নিবারণ—নাতি ? আমার ছেলের ছেলে ?

আলি—হ্যাঁ !

মমতা—তুমি চেন তাদের ?

আলি—হ্যাঁ—চিনি।

নিবারণ—Oh God ! Have mercy on me ! আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না।

আলি—দেখুন। আপনার রোগ চট্ করে সেরে যাবে। আবার হেসে খেলে বেড়াতে পারবেন। নাতির হাত ধরে বেড়াবেন। পুত্র বধুর সেবা পাবেন।

নিবারণ—আবার লোভ দেখাচ্ছ ডাক্তার, এ রকম Sun-burnt weather beaten advocateকে

পারবে না। হৃদয় পাথর হয়ে গেছে! স্নেহ মমতার বোধ পর্য্যন্ত লোপ পেয়েছে। Executioner! Executioner জহ্লাদের mentality develop করেছি।

মমতা—হাঁ বাবা, নীরোদ আমার কেমন আছে?

আলি—ভাল নেই।

মমতা ভাল নেই?

আলি—না—শরীর খারাপ, মনও খারাপ তার উপর থাক—নাই বা শুনলেন।

মমতা—না—না বল বল।

আলি—তার উপর অর্থ কষ্ট, দারিদ্র ইত্যাদি ইত্যাদি—

মমতা—শরীর খারাপ কেন? কি হয়েছে?

আলি—যা হয়ে থাকে! শরীর ও মনের ছায়া মাত্র। একে আপনাদের শোকে সে মুহ্যমান তার উপর ছেলেকে'ত বিলাষের মধ্যেই মানুষ করেছিলেন। এখন পারছে না।

নিবারণ—উঃ কেন তুমি এলে ডাক্তার? আমি যে আর স্থির হতে পাচ্ছি না। একি মায়াময় সংসার। একি নিদারুণ পরিহাস বিধাতার। একি কঠিন পরীক্ষা নিয়তির।

আলি—ছেলেকে ক্ষমা করুন না Mr. Chowdhury!

নিবারণ—না—না ক্ষমা নেই। কেন আগুণে হাত

দিয়েছিল। এখন হাত পুড়ুক। আমি কি করব ?

মমতা—হ্যাঁ বাবা ! তুমি একবার আনতে পার তাকে ? বোলো যে তার মা মৃত্যুশয্যায়। এই কথা শুনলে নিশ্চয় আসবে। পারো আনতে তাকে ?

আলি—পারি যদি Mr. Chowdhury তাকে ক্ষমা করেন। কি বলেন Mr. Chowdhury ?

নিবারণ—কি বলেন মিঃ চৌধুরী ? যত কিছু সব মিঃ চৌধুরী বলবেন ? আর কেউ কিছু বলতে পারে না ?

মমতা—হ্যাঁ বাবা নীরোদ কোথায় আছে ?

আলি—যদি বলি আপনার ছেলে এখানেই আছে।

নিবারণ—এখানে ?

মমতা—এই সহরে ? (দেওঘরে)

আলি—হ্যাঁ।

মমতা—এই সহরে সে আছে।

নিবারণ—কেন এসেছে সে এখানে ?

আলি—সেও চেঞ্জে এসেছে।

নিবারণ—কেন ? কি হয়েছে ?

আলি—আপনার যা হয়েছে। এক তলোয়ার দুজনকেই কাটছে ! তাই বলছি তলোয়ারটা খাপে ভরা যায় না কি ?

নিবারণ—নীরোদ এখানে? এই সহরে? ভগবান কর্ত্তব্য করবো? আরো কর্ত্তব্য করবো? বল বল ভগবান তুমি কি চাও? চুপ করে আছো—বুঝেছি আরও কর্ত্তব্য করতে হবে। বেশ থাক দূরে। অবাধ্য ছেলের এই শাস্তি!

মমতা—বাবা ওঁকে ছেড়ে দাও। আমার সঙ্গে এস আমি ওদের কথা শুনতে চাই। আমি দেখা করতে যাব ছ বছর আমি বোঝাতে পারিনি। কিন্তু আর আমি বোঝাতে চাইও না! আমি যাব! ওরা এখানে না আসুক! আমি যাব। চলুন ডাক্তার।

আলি—কি বলছেন একে নিয়ে যাব সেখানে?

নিবারণ—পরীক্ষা দয়াময়। এখনো পরীক্ষা—বেশ আমিও দমবোনা। না সে বাপের মর্য্যাদা রাখেনি বংশের মর্য্যাদা রাখেনি। সমাজের মর্য্যাদাও রাখেনি!

আলি—বংশ। এখনও বংশের অহঙ্কার। দেশ গেল রাজ্য গেল জাতি গেল স্বাধীনতা গেল তাতে মর্য্যাদা বাঁধলো না যত মর্য্যাদা এখন কি আপনার মর্য্যাদা ইংরেজ administration এর এক ভারবহী গর্দ্দভ মাত্র। কি আপনার বংশ। হাজার বছর যে বংশ শুধু পরের জুতাই মাথায় বইছে তার আবার মর্য্যাদা কিসের?

মমতা—ওঁকে ছেড়ে দাও বাবা চল অমরা যাই।

নিবারণ—যাচ্ছ ? যাও, কিন্তু আমার দিকে তাকাচ্ছো কেন ? আমিই সব ? সে কিছুই নয় ? সে কেন বুড়ো বাপের খোঁজ করে না ? ও ! দমবে না। চৌধুরী বংশের রক্ত যে ওরও শরীরে। লোহায় লোহায় ঠক্কর লেগেছে। বেশ হয়েছে। Greek vs Greek, কিন্তু আমিও কম Greek নয়। তাড়িয়ে দেব—একদিন যেমন দিয়েছিলাম।

আলি—আপনার এত পড়াশুনো সব ব্যর্থ হয়েছে। মন শিশুর মত অভিমানী। শাস্ত্র পড়লেও—ভুল বুঝেছেন।

নিবারণ—ভুল বুঝেছি। আমার ঈশ্বরকে ডাকা ব্যর্থ হয়েছে ? আমার কর্ত্তব্য করা ঠিক হয়নি ?

আলি—না হয় নি। যে ধর্ম্মবুদ্ধি বাপ ছেলের মধ্যে তফাত রাখে তা ভুল।

নিবারণ—মুসলমানের কাছে আজ হিন্দুকে ধর্ম্ম শিখতে হবে?

আলি—মানুষের কাছে হিন্দুকে মুসলমানকেও সকলকেও এখনও ধর্ম্ম শিক্ষতে হবে। আমি মুসলমান, কিন্তু আমি মানুষ। সব রকম গোঁড়ামীর আমি বিপক্ষে তা সে হিন্দুরই হোক আর মুসলমানেরই হোক।

মমতা—ও সব কথা যেতে দাও না বাবা। বল, নীরোদ এখানে কোথায় আছে ?

আলি—আমার পাশের বাড়ীতেই।

মমতা—তোমার পাশের বাড়ীতেই। আর কে আছে?

আলি—তার স্ত্রী, পুত্র।

মমতা—বৌমাকে দেখেছ?

আলি—হ্যাঁ, সুন্দর। আমায় কত যত্ন করে চা খাওয়ালেন। কি মিষ্টি কথা, তবে বড় ভয়ে ভয়ে থাকে। মনে করে তারই জন্যে তার স্বামীর যত কষ্ট।

মমতা—আমাদেরই মত না?

আলি—একেবারে আপনাদের মত। এই এতখানি ঘোমটা, এই সিঁন্দুর, এই গোবর জলের ছিটে। আর কি চান?

মমতা—কি করে সারাদিন?

আলি—রাঁধে, কাঁদে, খায় দায়।

মমতা—কেন কাঁদে।

আলি—দুঃখে কাঁদে।

নিবারণ—আঃ, চুপ করোনা। মেরে ফেলতে চাও আমাকে?

মমতা—এস চল ও ঘরে। আমার কত কথা জিজ্ঞেস করবার আছে।

আলি—চলুন।

নিবারণ—যাচ্ছো? যাও। খুব ভাল লাগছে শুনতে? শোনো, আমাকে চাও—না ছেলেকে?

মমতা—দুজনকেই চাই।

নিবারণ—না একজনকে ছাড়তে হবে। বল কাকে ছাড়তে চাও।

মমতা—কাউকেই ছাড়তে চাই না। তবে উপস্থিত তোমাকেই ছাড়তে চাই। চল ডাক্তার।

(উভয়ের প্রস্থান)

নিবারণ—উঃ মানুষ কেন এত কষ্ট পায়। মানুষের অহঙ্কার মানুষের Egoই ত তাকে কষ্ট দেওয়ায়। ঈশ্বর, কি পেলাম আমি? তোমার সেবা করে কি পেলাম আমি? উঃ আমি। এখনো আমি। এই আমির মৃত্যু চাই। এই Egoর destruction চাই! Oh God, Breathe unto me a life! Make me your tool! Oh devine. descend unto this earth nature; Transform me! ওঁ শান্তি! শান্তি! শান্তি!

(মমতার প্রবেশ)

মমতা—ওগো—কি তুমি এখানে চোখ বুঁজে শান্তি শান্তি করছ। এদিকে শুনেছ আমার নাতির দুঃখের কথা।

নিবারণ—নাতির দুঃখের কথা? কি কথা?

মমতা—শুনে যে আমি কেঁদে বাঁচি না। না না আর আমি কোন কথা শুনব না। আমি আজই তাকে নিয়ে আসব। এত দুঃখ আর আমার সহ্য হচ্ছে না। হয় আমায় মেরে ফেল নয় আমায় মুক্তি দাও।

নিবারণ—কি হয়েছে কি, তাই ত বল্লে না।

মমতা—আমার নাতি—আমার নাতি বল পায় না বলে নেকড়ার বল বানিয়ে খেলে। এ কথা শোনার আগে আমি কেন মরে গেলাম না? ছেলে মানুষের সখ মেটেনা, আর বুড়ী আমি, এদিকে ঐশ্বর্য্যে ডুবে রয়েছি।

নিবারণ—নেকড়ার বল বানিয়ে খেলে? আমা' নাতি? So it has come to this? ওঃ, আমার চাকরের ছেলেরাও যা করে না। হতভাগাকে whip করতে ইচ্ছে হচ্ছে। Rascal! Idiot! (Name, fame prestige সব ডুবিয়ে দিতে বসেছে)

মমতা—আর শুনেছো—কেউ একটু আদর করলেই, একটু কোলে নিলেই আমার নাতি—আমায় একটা বল দেবে—আমায় একটা বল দেবে বলে চেয়ে বেড়ায়।

নিবারণ—নীচ, নীচ বানাচ্ছে তাকে! Begger বানাচ্ছে তাকে। ছাতাটি মাথার উপর ধরেছিলাম এখন ছাতার বাইরে গিয়ে ভিজছে! ভিজুক! আমি কি করব! Idiot কোথাকার! আচ্ছা এক কাজ করলে হয় না? তোমার নাম করে কিছু টাকা পাঠিয়ে দাও না! এত কষ্ট তাত' আমি জানতাম না!

মমতা—হায় হায়! এখনো নিজের ছেলেকে চিনলে না। সে মরে যাবে তবু তোমার হাত থেকে কিছু নেবে না। সে আমাদেরই ছেলে। তোমারই মত কঠোর, আমারই মত অভিমানী। না আর তুমি অমত করো না—আমায় একবার যেতে দাও।

নিবারণ—আমায় আর একটু ভাবতে দাও।

মমতা—আর ভাবাভাবি নয়। অনেক ভেবেছি। নীরোদ এখানে। এই সহরে। তার বৌ ছেলে এখানে. এই সহরে, এখনো ভাবব? ওগো. এ কখনো ধর্ম্ম নয়। এ কখনো ধর্ম্ম হতে পারে না। যার মার বুক এতখানি খালি করে রাখে সে কখন ধর্ম্ম নয়।

নিবারণ—কিন্তু কি করব গিয়ে?

মমতা—আগে আমায় যেতে দাও তারপর আমি জানি কি করব গিয়ে। আগে তার অভিমান ভাঙ্গাব। তারপর তাকে সব বুঝিয়ে দেব।

নিবারণ—কি বুঝিয়ে দেবে?

মমতা—উঃ জেরা। এখনও জেরা। বেশ উত্তর দিচ্ছি। তাকে এই বুঝিয়ে দেবো যে বাপ থাকতে সে পিতৃহীন হতে পারে কিন্তু মা থাকতে কখন মাতৃহীন হতে পারে না।

নিবারণ—এ শুভবুদ্ধিটা এতদিন কোথায় ছিল ?

মমতা—ছিল এই ঘটেই, কিন্তু তোমার ভয়েই বলতে পারতাম না।

নিবারণ—আচ্ছা আমায় ভাবতে দাও। হঠাৎ কিছু করাটা ঠিক নয়। ভাবতে দাও।

মমতা—এখনো ভাববে ? ওগো আর ক'দিন আমরা বাঁচ ? আগুণ যে ওরই হাতে পেতে হবে।

নিবারণ—ঠিক বলেছ। Inspite of everything আগুণ তো ওরই হাতে পেতে হবে। That alters the whole complexion of things নাঃ, আর ভাবব না। আচ্ছা, কই, ডাক্তার কোথায় ? ডাক তাকে।

(মমতার প্রস্থান ও একটু পরে ডাক্তারকে নিয়ে মমতার প্রবেশ)

আলি—কি আদেশ ?

নিবারণ—আজই সন্ধ্যাবেলায় এঁকে নীরোদের ওখানে নিয়ে যাবার সমস্ত আয়োজন করুন।

আলি—যথা আজ্ঞা ! এইত মানুষের মত কথা।

তৃতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

সেইদিন দুপুর—ডাঃ আলি ও নিভা

নিভা—Doctor Ali, আমি আর বেঁচে থাকতে পাচ্ছি না। আমায় বিষ দিন।

আলি—সেকি মিসেস ব্যানার্জী। অমূল্য মনুষ্য জীবন। হেলায় নষ্ট করবেন ?

নিভা—আপনার মুখে হাঁসি দেখলে আমার ভয় করে। এ সময়েও ঠাট্টা করছেন !

আলি—তা ছাড়া আর কি করি বলুন ? আপনি বলছেন মরে যাবেন। আমি কি বলব—হ্যাঁ মরে যান ?

নিভা—উঃ—ডক্টর আলি, মানুষ কেটে কেটে মানুষের ওপর কোন শ্রদ্ধা নেই আপনার।

আলি—অসীম শ্রদ্ধা আছে মিসেস ব্যানার্জী, অসীম শ্রদ্ধা আছে। তাইত আপনাকে ঠাট্টা করছি। মানে আপনার দুর্ব্বলতাকে ঠাট্টা করছি।

নিভা—কিন্তু বলুন আমি বেঁচে থেকে কি করব ? আমার

স্বামী এই রকম। আমার জীবনে সুখ হলো না! সব দুঃখ ভুলতাম যদি সন্তান হোত। নিজের বোনের দিকে তাকাতে পারি না। বাবা আমাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নেন। আমি বেঁচে থাকব কি নিয়ে?

আলি হয়ে গেল? বেচে থাকবার ভাণ্ডার ফুরিয়ে গেল?

নিভা— মানুষ জীবনে আর কি চায়? স্বামী, সন্তান, ভালবাসা কিছুই পেলাম না।

আলি—ভালবাসা ত পেয়েছিলেন একদিন।

নিভা—আপনি বড় সরল ডাক্তার। কোন কথা রেখে ঢেকে বলেন না।

আলি—বলি যেখানে দরকার। যেখানে খোলাখুলিই বলা ভাল সেখানে বৃথা দেরী করি না।

নিভা—আপনি ঠিকই বলেছেন। একদিন ভালবাসা পেয়েছিলাম কিন্তু সে যে বহুদিন হয়ে গেল। আর দ্বিতীয়বার সে সুর জাগে না।

আলি—সে কাব্যের ভালবাসার কথা ছেড়ে দিন। তার হয়ত সময় চলে গেছে। কিন্তু নতুন ধরণের ভাল-বাসার এইত সময় এসেছে।

নিভা—কি বলছেন কি, ডাক্তার আলি?

আলি--বলছি কি মানুষের যৌবন কালটা অত্যন্ত বিচ্ছিরি

কাল সেই হল তার অন্ধকার যুগ। সেখানেত কিছুকাল কাটিয়ে এসেছেন। এখন জ্ঞান সূর্য্য উঠছে। অন্ধকার কেটে যাচ্ছে। এখন জ্ঞান দিয়ে ভালবাসতে পারেন না?

নিভা—কি বলছেন ডাক্তার?

আলি—বলছি কি এইবার নীরোদকে সর্ব্বান্তকরণে ভালবাসুন।

নিভা—সে কি?

আলি—হ্যাঁ। অতি Simple proposition তাকে খুব ভালবাসুন। তার ছেলেকে ভালবাসুন। তার স্ত্রীকে ভালবাসুন। তার সাহিত্যে প্রেরণা দেন তার অন্তর সুবাসে ভরে দিন। তাকে মানুষ করে তুলুন। এইত ভালবাসা। দেহঘটিত যে ব্যাপার সেটাত মানুষের জীবন।

নিভা—না—না—আমি পারব না।

আলি—তা হলে একান্তই মরবেন?

নিভা—হ্যাঁ। সেই আমার একমাত্র পথ। আমি বুঝতে পারছি। বিধাতা আমাকে নিয়ে শুধু ছলনাই করলেন। ডাক্তার আলি আমায় বাধা দেবেন না! আমি মরলে ওদের বিয়ে দেবেন। আমি স্বর্গ থেকে আনন্দ করব।

আলি—মর্ত্ত থেকে কি সেটা হয় না।

নিভা—না—না—আমি তা পারব না। ডাঃ আলি, আমি ওদের পথের কণ্টক। আমায় বিষ দিন। আমি মরে গেলে ওরা বেশ সুখে ঘর করতে পারবে।

আলি—বেশ! এ রকম অকাট্য যুক্তির পর আর কে না। দিয়ে থাকতে পারে। (ভেবে) বেশ! বেশ! মন্দ কি। all roads lead to Room মন্দ কি!

নিভা—কি মন্দ কি!

আলি—না—না কিছু না। হ্যাঁ বেশ কখন চাই?

নিভা—এখনই।

আলি—কিন্তু দেখুন আমার কোন responsibility নেইত?

নিভা—না।

আলি—আমার এতে পাপ হবে না ত?

নিভা—না! বরঞ্চ পুণ্য হবে। দিন দিন ডাক্তার আলি, আমার মুক্তির ঔষধ দিন!

আলি—very sad! very sad! তা হলে নিন! (ঔষধ দিল)

নিভা—আঃ এইবার আমি মুক্তি পাব। এই জ্বালা যন্ত্রনাময় সংসার থেকে সরে গিয়ে বাঁচব। (যেতে লাগল)

আলি—শুনুন, কখন মরবেন?

নিভা—আজই সন্ধ্যায়।

আলি—কোথায় ?

নিভা—কোথায় ? জানেন না কোথায় !

আলি—মানে নীরোদ বাবুর বাড়ীতে ?

নিভা—হ্যাঁ, হ্যাঁ ! এ কথা আবার জিজ্ঞেস করছেন—ডাঃ আলি।

আলি—না বলছিলাম কি একটা চিঠি লিখে যাবেন, নইলে পুলিশে আবার.........

নিভা—নিশ্চয়—নিশ্চয়—নিশ্চয় রেখে যাব (প্রস্থান)

আলি—হাঃ হাঃ হাঃ (প্রচুর হাস্য) (নরেশের প্রবেশ) (আলি গম্ভীর হয়ে গেল)

নরেশ—কি ব্যাপার হে ডাক্তার। নিভা আমায় গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করে চলে গেল [জিজ্ঞেস করতে গেলাম বললে আমায় পেছু ডেকোনা। আমি চললাম ! পেছনে পেছনে গেলাম সে নিজের ঘরে গিয়ে বন্ধ করে খিল দিল।] কি ব্যাপার বলত ?

আলি—তোমার স্ত্রী আত্মহত্যা করতে চলেছেন।

নরেশ—সে কি ?

আলি—আমার কাছ থেকে বিষ নিয়ে গেলেন।

নরেশ—তুমি দিলে ?

আলি—দিলামইত। বললেন এই নাকি তার মুক্তির

ঔষধ। তা যখন ঔষধ বলে চাইলেন—ডাক্তার হয়ে আমি না বলি কি করে।

নরেশ—তুমি ঠাট্টা করছ না ইয়ারকি করছ না Serious কিছুই বুঝতে পারছি না।

আলি—বলছি কি ঔষধ দিয়েছি, বিষই। তা তুমি যদি বল আমি না হয় ফিরিয়েই আনছি।

নরেশ—তুমি কি ছেলে খেলা মনে করেছ একে?

আলি—আমি ত তোমার বন্ধুরই কাজ করছি বল! তোমার পথের কণ্টক স্বেচ্ছায় সরে যেতে চাচ্ছে, আমি বাধা দেব কেন? কেবল বলেছি একটা চিঠি লিখে রেখে যেতে।

নরেশ—তুমি পাগল নাকি।

আলি—পাগল বলত পাগল? devil বলত devil! যে যে ভাবে দেখে আর কি। তা হলে কি বল? আত্মহত্যা করতে দেব না?

নরেশ—না-না আত্মহত্যা? সে কি? একটা Life যা আমি শত চেষ্টাতেও সৃষ্টি করতে পারলাম না সেই precious মনুষ্য জীবন নষ্ট হবে? আর আমি তাতে সায় দেব? না-না আমি দুর্ব্বল হতে পারি মানে flesh is weak............

আলি—বেশ বেশ শুনতে ভালই লাগছে। আবার বল flesh is weak? শক্তিমান পুরুষ আবার বল?

নরেশ—কি বাজে বকছো human life নিয়ে খেলা ?

আলি—আচ্ছা তা হলে ফিরিয়ে আনছি ঔষধটা। অত চোটোনা বাবা শক্তিমান পুরুষ, অত চোটোনা

(প্রস্থান) (নীরোদের প্রবেশ)

নীরোদ—ও ! আপনি। মাপ করবেন। আমি একটু ডাঃ আলির কাছে এসেছিলাম।

নরেশ—(কেন) কার অসুখ ?

নীরোদ—অসুখ নয়, এমনি। আচ্ছা যাচ্ছি।

নরেশ—আঃ পালাচ্ছেন কেন ? আমি বাঘ না ভাল্লুক নাকি ?

নীরোদ—মানে আপনার নিষেধটা ভুলে গিয়েছিলাম।

নরেশ—আমি ক্ষমা চাচ্ছি নীরোদ বাবু। কালকের ব্যবহারের জন্য আমি দুঃখিত। ডেকে দেবো নিভাকে।

নীরোদ—না।

নরেশ—আমি ঠাট্টা করছি না। আমি সত্যি বলছি। ডেকে দেবো নিভাকে। আমার মনে আজ আর কোন জ্বালা নেই। আমি স্বচ্ছন্দে ডেকে দিতে পারি তাকে। বলুন ডেকে দেবো ?

নীরোদ—আজ নিভার চেয়ে আমার ডাঃ আলিকেই দরকার বেশী।

নরেশ—কি দরকার সেটাত বললেন না।

নীরোদ—কিছু private ! মাপ করবেন।

নরেশ—আচ্ছা দিচ্ছি ডেকে (প্রস্থান) (ডাক্তারের প্রবেশ)

আলি—কি ব্যাপার নীরোদ বাবু।

নীরোদ—বিরক্ত করলাম আপনাকে।

আলি—না, হঁা মানে আভা দেবীর সঙ্গে একটু কথা বলছিলাম। সুন্দর মহিলা। Brilliant, কি analytical। কি strength যে কোন পুরুষেরই গর্ব্বের বস্তু। কিন্তু কি দুরদৃষ্ট! হ্যাঁ, কি ব্যাপার বলুন।

নীরোদ—আমি আজই চললাম ডাক্তার আলি—

আলি—সেকি ! কর্ত্তা গিন্নীতে শেষে এই পরামর্শ ঠিক হল নাকি।

নীরোদ—না-না ওতো অন্য কথাই বলছে—কিন্তু আমি বড্ড nervous feel করছি Dr. Ali.

আলি—বাপ মাকে meet করতে nervous ?

নীরোদ—হ্যাঁ আমি চলে গেলে আমার হয়ে আমার পিতা মাতাকে প্রণাম দেবেন। বলবেন তাঁদের অধম সন্তান দুর থেকেই প্রণাম জানিয়েছে। তাঁদের চরণ দর্শন করবার সৌভাগ্য হল না কি করি তাঁদেরই নিষেধ আপনি যেন আমার হয়ে……

আলি—আপনার বাবা ঠিকই বলেন Greak vs. Greak

নীরোদ—কি বলেন ?

আলি—কিছু না। কিন্তু জিজ্ঞেস করি পালাচ্ছেন কেন?

নীরোদ—তাঁদেরই হুকুমে। তারা যে বলেছিলেন এ রকম পুত্রের মুখদর্শন করবেন না।

আলি—বেশত! আপনি তা হলে মুখ দেখাবেন না। তারপর তারা যদি ঘুরে এসে মুখ দেখেন আপনি কি করবেন, নাচার!

নীরোদ—আপনি আমাদের **Sentiment** বুঝতে পারছেন না।

আলি—কি করে পারব? আমি যে মুসলমান মানুষত নই যাক আপনি কখন যাচ্ছেন?

নীরোদ—আজকের সন্ধ্যার গাড়ীতেই।

আলি—কিন্তু আজ সন্ধ্যাবেলা যে মিসেস ব্যাণার্জী আপনার ওখানে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছেন।

নীরোদ—কি করতে? আপনি ঠাট্টা করছেন না কি বুঝতেই পারছি না।

আলি—সত্যই বলছি।

নীরোদ—এমন হাসতে হাসতে বলছেন যে ব্যাপার কি?

আলি—ব্যাপার এই যে ডাক্তার কিনা হৃদয়টা পাথর হয়ে গেছে।

নীরোদ—কিন্তু আমি যে আজ যাচ্ছি।

আলি—পাগল নাকি? আজ কি হয়। একদিন দেরী করুন না। কালই না হয় আপনার হয়ে আপনার

পিতা মাতার কাছে প্রণাম জানাব। আজকের দিনটা থেকে যান না। আমার অনুরোধ। ক্ষতি হবে খুব বেশী।

নীরোদ—বলছেন যখন অত করে। কিন্তু আমার এখানে থাকতে আর ইচ্ছে হচ্ছে না।

আলি—আচ্ছা—আচ্ছা সে জন্যে ভাবতে হবে না। যাই হক নীরোদ বাবু, সন্ধ্যা বেলা বাড়ী থাকবেন যেন। আর হ্যাঁ কিছু মিষ্টি আনিয়ে রাখবেন।

নীরোদ—মিষ্টী আনিয়ে রাখবো ?

আলি—হ্যাঁ মিষ্টী আনিয়ে রাখবেন না ? ডাক্তার আসবে—আত্মহত্যা হবে—একটু মিষ্টী মুখ করবে না। আচ্ছা Good bye নীরোদ বাবু। আভা দেবীর সঙ্গে কথা বার্ত্তাটা এখনো শেষ হয় নি। Good bye ! (প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

(নীরোদের ঘর সেইদিন সময় সন্ধ্যা)

[নীরোদের টেবিলে ঘাড় গুঁজে বসে রয়েছে নিভা]

(নীরোদের প্রবেশ) নিভা—নিভা—

নীরোদ—একি হোলে? একি হোলে নিভা—নিভা—

লতা—(লতার প্রবেশ) কি হয়েছে!

নীরোদ—বিষ খেয়েছে। কি সর্ব্বনাশ, ডাক্তার ত হলে সত্যি বলেছিলো। লতা শীগগীর ডাক্তারকে খবর দাও।

লতা—বিষ খেয়েছে? কখন এলো? কখনই বা খেলো? এই তো আমরা বাগানে বেড়াচ্ছিলাম।

নীরোদ—আঃ কথা বোলো না। শীগগীর যাও। (লতার প্রস্থান) উঃ যন্ত্রনায় মুখ কালী হয়ে গেছে। উঃ বন্ধুর রাস্তা পরিস্কার করবার জন্যে সয়তান সব পারে। ওর কি? হিন্দু একটি কমলো, ভালই হলো। নিভা—নিভা চোখ চাও। নিভা—

(নরেশ ও ডাক্তার আলির প্রবেশ)

নরেশ—কি হয়েছে কি ?

নীরোদ—বিষ খেয়েছে।

আলি—অঃ (বিজ্ঞভাবে বলল)

নরেশ—নিভা—নিভা—একি করলে শেষে ? ডাক্তার একি করলে তুমি ? এ কি রকম practical joke ? Human life নিয়ে একি খেলা ! But mind I will kill you. If you don't bring her back to life.

আলি—ব্যস্ত হোয়ো না। আগে এই ওষধটা খাইয়ে দিই একটু দাড়াও। সব শক্তিটা এখনই খরচ করে ফেল না। (ওষধ দিল)

নরেশ—নিভা শেষে আত্মহত্যা করলে। আমার পাপের কি শেষ নেই ? আমায় প্রায়শ্চিত্ত করবার অবসর দিলে না ? আমার খালি বাইরেটা দেখলে। ভেতরটা দেখলে না ? কি একা আমি সেখানে।

আলি—দেখছ ত ? এক পাপ থেকে কত পাপ সৃষ্টী হয়।

নরেশ—ডাক্তার যেমন করে হোক বাঁচিয়ে দাও। এই আমি আত্মসমর্পন করছি তোমার কাছে। I have had enough of this sort of life ? Give me a home ! a smug corner ! where I call live and die in peace.

আলি—চুপ করে বসে থাক পাঁচ মিনিটের মধ্যে উঠে বসবে।

নরেশ—যদি না ওঠে? I no longer belive in you তুমি সব পার! তোমার হৃদয় নেই! যদি আর না বাঁচে।

আলি—তা হলে আজ থেকে ডাক্তারী ছেড়ে দেব।

নরেশ—পাপকে আমি আরো সকলের মত ঘৃণা করি। নিছক পাপ করার মধ্যে আমি আনন্দের কিছু পাই না। আমি মাতাল নই! নচ্ছার নই যা হয়ে গেছে, গেছে ডাক্তার আমায় একটা ভাল হবার opportunity দাও!

আলি—চেঁচাচ্ছ কেন? wait a minute এই দেখ পাতা নড়ছে। এই দেখ মুখ খুলছে। আর ভয় নেই তুমি যাও! একটু গরম দুধ আর ব্রাণ্ডি পাঠিয়ে দাও। যাও শীগগীর।

নরেশ—আর ভয় নেই তো? relapse করবে নাত?

আলি—না-না একটু সুস্থ হলেই আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব যাও beloved husband যাও! ভাবছি এতদিন এই প্রেমটা ছিল কোথায় তাই ভাবছি।

(নরেশের প্রস্থান) (নিভা উঠে বসিল)

নিভা—একি! আমি বেঁচে উঠলাম?

আলি—হ্যাঁ! মিসেস ব্যাণার্জী! বেঁচেই উঠলেন দেখছি।

নিভা—আমায় কেন বাঁচালেন ডাক্তার আলি।

আলি—আমরা কি কাউকে মরতে দিতে পারি? ডাক্তারের কাজই রুগীকে বাঁচান।

নিভা—কিন্তু আমি আর কি সুখে বেঁচে থাকব?

আলি—কি সুখে? কি দুঃখে বলুন? জীবনে দুঃখ পাব না, কষ্ট পাব না, আমারই পছন্দ মত সংসার চলবে এই কামনা করেই কি মানুষ বেঁচে থাকতে তাকে লড়তে হবে। জয়ী হতে হবে। তবেইত সে মানুষ। এখনো আপনার জীবনের কত বাকী আছে পৃথিবীর কত উপকারে আপনি লাগতে পারেন। স্বামীর ভালবাসা পেলেন না, একি একটা মস্ত দুঃখ? উঠুন নতুন সংসার গড়ে তুলুন। যেখানে স্বামীর ভালবাসা নেই কিন্তু আর সবই আছে। আপনার স্বাস্থ্য আছে সামর্থ্য আছে, আছে গরীব দুঃখী, আছে অসহায় কত লোক। আছে কত লোক। এদের কোন কাজে কি লাগতে পারেন না? উঠুন।

নিভা—বড় কষ্ট ডাক্তার আলি—

আলি—জানি। বড় কষ্ট না পেলে বড় সুখের দেখা পাওয়া যায় না। থাকতেন ধণীর গৃহিণী হয়ে অতি সামান্য স্বামীর অতি সামান্য ভালবাসায় তৃপ্ত হয়ে তা হলে পৃথিবীর যে আর একটা

দিক আছে তা কোনদিন চোখে পড়ত না।

নিভা—আমি পারবো না, ডাক্তার আলি, আমি বড় দুর্ব্বল।

আলি—পারবেন। মানুষের অসাধ্য কিছু নেই। এই মানুষই পৃথিবীকে নরক করে তোলে আর এই মানুষই পৃথিবীকে স্বর্গ করেও তুলতে পারে। এখনি আপনার সামনে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য ফুটে উঠবে। তাকে অভ্যর্থনা করতে উঠে দাঁড়ান।

নিভা—কি দৃশ্য?

আলি—আগে উঠুন, তবে বলছি। জগতে আছে পিতা ও পুত্র। পিতা ব্যতিরেকে পুত্র হয় না। পুত্র ব্যাতিরেকে পিতাও তৃপ্তও হয় না। তবু এক সংস্কার আর অন্ধ এক অভিমান, পিতা পুত্রের মাঝে পাঁচিল তুলে দাঁড়িয়ে থাকে। একে Dynamite দিয়ে উড়িয়ে দিতে হবে। এখন আপনি দেখতে পাবেন এখানে আসছে স্নেহান্ধ দুর্ব্বল এক মাতা তার idiot পুত্রকে ফিরিয়ে নিতে।

নীরোদ—কে? কে আসবে এখানে? (মোটরের শব্দ)

আলি—দেখতেই পাবেন। একদিন সময় ভিক্ষা চেয়েছিলাম। এর পরও যদি শক্তি থাকে পালাবেন। ছি, ছি, নীরোদবাবু আপনার ভেতর অভিমান এত প্রবল? মন দুমড়ে কুঁকড়ে জট পাকিয়ে রয়েছে। এমন

দিয়ে কি সাহিত্য সৃষ্টি হয়। আগে জট ছাড়ান, তারপর বয়ন শিল্পে হাত দেবেন। মোটরের শব্দ) ওই শুনুন মোটর থামল। ওই দেখুন কে নামছে। শক্ত হোন—শক্ত হোন নীরোদবাবু, একি আপনি কাঁপছেন যে, শক্ত হোন! একি আপনার চোখে জল? দেখুন মিসেস ব্যানার্জী এই আনন্দাশ্রু। জীবনে একে ফুটিয়ে তোলাই মানুষের সব চেয়ে বড় কাজ But good, God this is wonderful নিবারণ বাবু নিজে!

নীরোদ—বাবা?

আলি—হ্যাঁ, দেখছেন না, He is real Greek.

(নিবারণ ও মমতার প্রবেশ)

আলি—আসুন—আসুন Mr. & Mrs Chowdhury! আপনার নিজের এত কষ্ট করে আসবার কি দরকার ছিল? আমরাই ধরে নিয়ে যেতাম।

নিবারণ—আমারই আসবার দরকার ছিল, ঠিক আমারই আসবার দরকার ছিল ডাক্তার। সব জিনিষেরই একটা redemption আছে না?

আলি—(জোড়ে) পায়ে পড়ুন! পায়ে পড়ুন! নীরোদ বাবু। দেখছেন'ত আপনি এঁর পায়ের ধুলোর যোগ্যও নয়। (নিবারণ ও মমতাকে প্রণাম করিল)

নিবারণ—আঃ (চোখ রুমালে মুছে) এক একটা মুহুর্ত্ত আসে ডাক্তার, যাকে মনে হয় এ বুঝি আমার জীবনের মুহুর্ত্ত নয়। মনে হয় এর সঙ্গে আমার জীবনের কোন যোগই নেই। এ যেন কার কাজ কে করে যাচ্ছে। কিন্তু কৈ, আমার মা কৈ?

মমতা—বউমা।

আলি—(ভেতরে গিয়ে) আসুন—আসুন. আসবার আপনার সময় এসেছে। আপনার হাসবার সময় এসেছে।

(লতার প্রবেশ ও তুজনকে প্রণাম)

নিবারণ—এ জীবনে অনেক ভূল করেছি মা—আর করবো না! ঘরে চল!

মমতা—আমার ছেলে ভালবেসে তোমায় ঘরে এনেছে, আমি কি তোমায় দূরে রাখতে পারি মা।

নিবারণ—কিন্তু কৈ? আমার বংশধর কৈ? আমার দাদু কৈ! (আলি খোকাকে এনে তাঁর কোলে তুলে দিল) (খোকাকে কোলে নিয়ে)

বল চাই? না? কটা বল চাই? কটা? তুটো? একশোটা? তুশোটা? চুপ আছিস কেন? চা! আমার কাছে চা! আমার কাছে চাচ্ছিস না কেন? চিনতে পেরেছিস। ডাক্তার, আর আমার কোন রোগ নেই; আমি সেরে গেছি।

আলি—তা হলে আমার ফি টা ?

নিবারণ—এর ফি কি আমি দিতে পারবো ডাঃ আলি !

আলি—পারবেন ! একখানি blank cheque ! এই দেখুন একটি blank cheque ! দুই পকেটে দুখানা চেক্ নিয়ে এবং আচ্ছা এখন থাক সে কথা—হ্যাঁ, এঁকে চিনতে পাচ্ছেন না—শশাঙ্কবাবুর মেয়ে।

নিবারণ—শশাঙ্ক এখানে নাকি ?

আলি—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এইতো এই Compound এ।

নিবারণ—আচ্ছা, আচ্ছা আর একদিন এসে দেখা কোরবো। নীরোদ তোমরা প্রস্তুত হয়ে থাকো। এখনি গাড়ী ফিরে আসবে।

আলি—চলুন Mrs. Chowdhury এদের একটু সামলাবার সময় দিন।

মমতা—বৌমা, একটুও দেরী কোর না। রাম এ বাড়ীতে মানুষ থাকে, নীরোদ তৈরী থাকো।

(নিবারণ, খোকা, মমতা ও আলির প্রস্থান)

লতা—(চোখে জল কিন্তু রহস্য ভরে) কি ভাবছ কি ! প্রস্তুত হও। দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ী ! কে যেন এনেছে রথ, আর দেরী কেন ?

নীরোদ—লতা—লতা, এইবার আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ লেখা লিখব।

লতা—কি হল কি তোমার ?

নীরোদ লতা, তুমি কখন নিজেকে আবিস্কার করেছ ?

লতা—নিজেকে ?

নীরোদ—হঁ্যা নিজেকে ! এ তুমি নও। আর এক তুমি। এত রক্ত মাংস মেদ মজ্জা। এরও আড়ালে। যেখানে তুমি জ্বলছ নিবাও নিস্কম্প দীপশিখার মত। তাকে দেখেছ ?

লতা—শেষে বাপ মাকে পেয়ে ক্ষেপে গেলে নাকি ?

নীরোদ—আরে না না আমার এতদিনের কষ্ট সার্থক হয়েছে। আমি এবার এমন লেখা লিখব, যে নিজের লেখা বলে আর চিনতে পারব না।

নিভা—(নিভার প্রবেশ) চিনতেই পারবে না ? সে'ত সাংঘাতিক অবস্থা হবে।

নীরোদ—এস ! এস বান্ধবী আমার জীবনের প্রথম প্রেয়সী।

নিভা—আঃ কি বলছ কি !

নীরোদ—আজ আর লতাকে ভয় নেই। আজ জগতকেও ভয় নেই, তুমি আমার প্রথম প্রেয়সী। আমার কাব্য প্রথম তোমাকে আশ্রয় করেই মূর্ত্তি পেয়েছিল। এ কবি'ত তোমারই সৃষ্টি। তুমি আঘাত দিয়েছিলে বলেই তো কবি জেগেছে। আর সেই তুমি এসেছিলে কিনা আমার লেখা বন্ধ করতে ! বল, আরত তুমি লেখককে বিনষ্ট

হতে বলতে আসবে না।

নিভা—না। আসব তোমায় প্রেরণা দিতে। (লতাকে) তোমার বজ্রমুষ্টি খুলে তোমার কবিকে এতটুকু টেনে আনতে পারলাম না ভাই, কিন্তু আমাকে ফিরিয়ে দিও না। তোমার স্বামীকে আমি কোনদিন ডাকব না। আমার দরকার কবিকে। আমরা তিনজনে কি একসঙ্গে বাঁচতে পারি না?

নরেশ—(নরেশের প্রবেশ) তিনজনে কেন? আমরা চারজনেই কসঙ্গে বাঁচতে পারি, নীরোদবাবু, come, shake hands অতীতকে মেনে নেবো। জীবনের ভয়ে আমরা পালাতে পারব না। We are not cowards.

নীরোদ—এসো শক্তিমান, দুর্ব্বলা ধরিত্রী তোমারই জন্যে কাঁদছে।

নরেশ—এসো কবি, কুৎসিৎ পৃথিবী তোমারই জন্যে কাঁদছে!

শুভা—(শুভার প্রবেশ) কি করছেন আপনারা, ওদিকে কি সর্ব্বনাশ হতে চলেছে জানেন?

নরেশ—কি?

শুভা—বড়দি ডাঃ আলির সঙ্গে কোথায় চলে যাচ্ছে।

নীরোদ—সে কি? (নরেশ বসিয়া পড়িল)

শুভা—ডাক্তার বলছে ওদের নাকি বিবাহও হতে পারে। বড়দিও নাকি—

নীরোদ—অসম্ভব! মুসলমান হবে! যেমন করে হোক আটকাতেই হবে।

শুভা—বাবা রাগে কাঁপছেন। তিনি গেছেন বড়দির ঘরে। তুমুল ঝগড়া চলেছে। বড়দিও রুখে উঠেছেন। ওর এরকম মূর্ত্তি কখন দেখিনি। আমি ভয় পেয়ে খবর দিতে এলাম আপনাদের। চলুন শীগগীর।

নীরোদ—Impossible, কিছুতেই হতে দেব না! Impossible।

(ডাঃ আলির প্রবেশ)

আলি—নয় Impossible! সকলে আমায় Congratulate কর! আভা আমায় বিবাহ করতে রাজী হয়েছে।

নীরোদ—অসম্ভব! একেবারে অসম্ভব।

আলি—অসম্ভব নয়। যখনই সে শুনলে তার বোনকে আত্মহত্যা করতে হয়েছে·········

নীরোদ—But that was your manipulation.

আলি—বলতে দিন—তখনই মনঃস্থির করে ফেললে। সে বলছে যে সমাজ পাপকে ধুয়ে নিতে জানে না যেখানে পাপের বদলে কাউকে না কাউকে প্রাণ

দিতেই হয়, সে নির্দ্দয় সমাজে আর নয়।

নীরোদ—এ সবত' আপনিই তাকে বুঝিয়েছিলেন।

নরেশ—এখন বুঝেছি বিষ খাওয়ানোটাও তোমার nothing but a stunt.

আলি—Yes, I confess! আভাকে রাজী করতে এইটুকু প্রতারণা করতেই হয়েছিল। নইলে তাকে রাজী করাতাম কি করে, নইলে আমার মায়ের হুকুম পালন করতাম কি করে।

নরেশ—শেষে এমনি করে আমার বন্ধুত্বের প্রতিশোধ নিলে?

আলি—তা ছাড়া আর উপায় কি আছে বল?

নরেশ—আর কোন উপায় নেই?

আলি—না, তোমাদের হিন্দু সমাজে আভা ও আভার সন্তানের স্থান হোল না। কিন্তু আমার সমাজে তার ও তার সন্তানের জন্য চিরকাল স্থান থাকবে। পৃথিবীর সামনে তার পুত্রকে আমার পুত্র বলে স্বীকার করব। তুমি করলে পাপ, আমি করবো তার প্রায়শ্চিত্ত। কাউকে মরতে দেব না। সমস্ত বিষ কণ্ঠে ধারন করে তোমাদের নীলকণ্ঠ হব।

নরেশ—আভা শেষে মুসলমান হবে?

আলি—কি করবে? কোথাও গিয়ে বাঁচতে হবেত? একটি ভুল তার সমস্ত জীবনকে নষ্ট করে দিতে পারে না!

নরেশ—তার ছেলে মানে-হ্যাঁ, ওরই ছেলে শেষে মুসলমান হয়ে আমার মত হিন্দুকে কাটবে। যদি সে কোনদিন দাঙ্গার মুখে একটা mob এর leader হয়ে আসে, আমি রুখতে যাই, সে আমাকে কাটবে। ছেলে বাপকে কাটবে?

আলি—এসব হলো রাগের কথা। আমার ছেলেকে, mind you তখন আর তোমার ছেলে থাকবে না, আমার ছেলেকে ধর তার নাম দেব আকবর। future আকবরকে আমি শেখাব ভালবাসতে। মা আমায় শিখিয়েছিলেন ঘৃণা করতে কিন্তু আমি তা পারলাম না, মানুষকে ঘৃণা করতে পারলাম না। একদিন যে পিতাপুত্রের মুখ দেখত না সেই পিতা পুত্রে যদি মিলন সম্ভব হয়, একদিন যে স্বামী স্ত্রীর ছায়া পর্য্যন্ত সহ্য করতে পারত না, সেই স্বামী স্ত্রীতে যদি মিলন সম্ভব হয়। তবে একদিন এই পরস্পর বিবদমান হিন্দু মুসলমানে ও মিলন সম্ভব হবে—শুধু—

নরেশ—শুধু?

আলি—শুধু দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো চাই আচ্ছা Good bye.

(প্রস্থান)

নীরোদ—চলে গেল? না, না, চলে যেতে দেওয়া হবে না এমনি করে।

নরেশ—না, না, যেতে দেওয়া হবে না। ওতো আলি নয়—ওতো চ্যাটার্জ্জী—চ্যাটার্জ্জী—চ্যাটার্জ্জী। (আলির প্রবেশ)

আলি—কাকে ডাকছ?

নরেশ—ডাঃ চ্যাটাৰ্জ্জীকে—

আলি—এখানেত কোন চ্যাটাৰ্জ্জী নেই।

নরেশ—আছে। আছে। যে মহম্মদ আলি সেই ডাঃ চ্যাটাৰ্জ্জী। হিন্দুর হজমী শক্তি ফিরে এসেছে। নতুন ডাঃ চ্যাটাৰ্জ্জীকে নতুন হিন্দু সাদরে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে।

আলি—কিসের জন্যে?

নরেশ—ফিরে আসতে।

আলি—কোথায়?

নরেশ—আমাদের দলে

আলি—মানে Hindu fold এ?

নরেশ—হ্যাঁ

আলি—কি বলছ নরেশ? হঠাৎ প্রলাপ বকতে আরম্ভ করলে নাকি।

নরেশ—না, না, এই আমার স্বপ্ন। একদিন গ্রীকদের যদি হজম করে থাকি, একদিন অনার্য্যদের যদি হজম করে থাকি ত তাহলে আজকে আমাদের চ্যাটাৰ্জ্জীকে ফিরিয়ে নিতে পারব না? ফিরে এস চ্যাটাৰ্জ্জী।

আলি—It sounds very sweet? Very sweet Indeed! আমার মা যদি এই কথা শুনতেন। হয়তো সারাজীবনই তিনি এই শোনবার জন্যই লালায়িত ছিল But no! I don't subscribe to it. আমি আরও এগিয়ে গিয়েছি নরেশ আমি বুঝেছি হিন্দুত্ব মুসলমানত্ব

ছাড়িয়েও মানুষের আরও একটা বড় পরিচয় আছে। মনুষ্যত্ব আমার মনে আমি কি কল্পনা করেছি জান?

নরেশ—কি ?

আলি—নবজাগ্রত হিন্দু ভারতবর্ষের শিখর চূড়াও নয়। নব প্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাজ্যের বিজয় কেতনও নয়—Hindu state. Muslim state, christian state, এগুলো মিডিভ্যাল যুগের কথা। এর পুনরাবৃত্তি চাই না।

নরেশ—সে মানে

আলি—জন্মেছি হিন্দুর ঘরে, মানুষ হয়েছি মুসলমানের ঘরে কিন্তু সৃষ্টি করব আরও একটা বৃহত্তর ঘর, মহামানবের ঘর। পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ, চারিদিকের চারটি জানালাই খোলা থাকবে! বইবে বিশ্বের মুক্তবায়ু চতুর্দ্দিক থেকেই। হিন্দু থেকেও তুমি হবে সার্ব্বজনীন মানব—মুসলমান থেকেও আমি হব সার্ব্বজনীন মানব। সেই হবে ভাবী মানবের রূপ।

(বাইরে গুলির শব্দ)

নরেশ—একি! গুলির শব্দ কিসের? কে গুলির ছুড়ল?

আলি—ওই শশাঙ্কবাবু আসছেন। ওঁকেই জিজ্ঞেস কর।

(শশাঙ্ক বাবুর প্রবেশ)

নরেশ—কি হয়েছে?

আলি—কি হয়েছে!

শশাঙ্ক—বিশেষ কিছুই নয়।

নরেশ—বিশেষ কিছুই নয় ?

আলি—আপনার মুখ দেখেত তা মনে হচ্ছে না।

নরেশ—কি যেন গোপন করছেন ? বলুন-বলুন-গুলি ছুড়ল কে ?

আলি—গুলি ছুড়ল কে ?

শশাঙ্ক—আভা !

আলি—আভা ?

নরেশ—কেন— ?

শশাঙ্ক—(আস্তে-আস্তে একটি একটি করে) কারণ-গুলি দিয়ে-সে—নিজেকেই—শেষ—করে—দিয়েছে।

আলি—না-না-না হতে পারে না—হতে পারে না। এইত সে হাসছিল। এইত সে আমার সঙ্গে কথা বলছিল, হতে পারে না। সে আত্মহত্যা করতে পারে না।

শশাঙ্ক—মহম্মদ আলি! মহম্মদ আলি! একটু কাছে এস।

আলি—আপনি নিজে তাকে গুলি করেছেন। নিশ্চয়ই করেছেন। আপনি সব পারেন।

শশাঙ্ক—হ্যাঁ-হ্যাঁ-আমি সব পারি! সব পারি। তবু-তবু-সেই নিজেকে নিজে গুলি করেছে। নিজ হাতেই আত্মহত্যা করেছে। কেন তা বলছি শোন। তোমাকেও তা বলবার দরকার হয়েছে। আমি কি কাঁদছি না—আমি-কি কাঁদছি না—আমি -কাঁদছি না—এই দেখ-আমি কাঁদছি না। কিন্তু আমার পাপের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে। এইবার একটা স্বীকারোক্তি করবার সময় এসেছে।

আলি—কি ?

শশাঙ্ক—তারই কথা তোমাকে শোনাচ্ছি। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে! নইলে পৃথিবী কোন দিনই একথা জানত না!!! যৌবনে কিছু উচ্ছৃঙ্খল ছিলাম। সেই উচ্ছৃঙ্খলতার ফলে হয়েছিল এক শিশু। বিধবার গর্ভজাত সেই শিশু ধীরে ধীরে মানুষ হয়েছে—ধীরে ধীরে শিক্ষিত হয়েছে—আমার সমাজে তার স্থান হোলো না—তবু সে একটা সমাজ পেয়েছে মুসলমান হয়েছে, তার মাও মুসলমান হয়েছিল। আমারই কৃতকর্ম্মের ফল।

আলি—কে ? কে সে !

শশাঙ্ক—তুমি! তুমি মহম্মদ আলি! আজ পর্য্যন্ত কেউ একথা জানত না। আজ তুমিও জানলে। তোমার মা সারাজীবন গোপন রেখে মরেছিল। কিন্তু আমি পারলাম না। আভাকে যে বলতেই হল। আর এই কথা শোনার পর আর কি করবে সে, আর কি করতে পারতো ? সে আত্মহত্যা করল। নিজের বুকে গুলি করলে কেবল প্রাণ বেরবার আগে বলে গেল তোমাকে স্বীকার করতে, তোমায় ঘরে ফিরিয়ে নিতে।

আলি—আপনি আমার—

শশাঙ্ক—পিতা! মন্দভাগ্য পিতা! কি করব! বিধির নিবন্ধ। হিন্দু মুসলমান—আজ পিতা আর সন্তান রক্তের শৃঙ্খলে বাঁধা।

আলি—আপনি আমার পিতা ?

শশাঙ্ক—হ্যাঁ-আমি তোমার পিতা ! বিশ্বাস হচ্ছে না ? কে তোমায় বিলেত পড়ার সমস্ত খরচ দিয়েছিল বাবা ! মৌলবী ? তার সাধ্য কি ছিল। কে তোমায় মুখে স্বীকার না করলেও সারা জীবন চোখে চোখে রেখেছিল ? আর কেন রেখেছিল বাবা।

আলি—উঃ জীবনের এত বড় পবিত্র মুহূর্ত্ত ! আমারচিরদিনের সখ ছিল একবার পিতাকে দেখব। খোদা আমায় সে সখ মিটিয়েছেন। I am not a nameless child ofter all ! হ্যাঁ আমার পিতা আছে। মা ঠিকই বলেছিলেন quite a respectable পিতা !

নিভা—দাদা !

নরেশ—চ্যাটার্জ্জী ! ভাই—

আলি—বিরক্ত কোরোনা। এখন বিরক্ত কোরোনা। জীবনের সব চেয়ে বড় মুহূর্ত্ত। জীবনের সবচেয়ে বড় সত্যকে এই মুখোমুখি দেখছি। সংসার বাঁধতে গিয়েছিলাম— What folly. I have found out my mission at least ! (শশাঙ্ককে) বাবা (প্রণাম) এবার good bye to you all.

শশাঙ্ক—সে কি ? কোথায় যাচ্ছ ?

আলি—পৃথিবীর পথে।

শশাঙ্ক—আমারত ছেলে নেই। তুমিত আমার একমাত্র পুত্র। আমার ঘরে ফিরে এস।

আলি—আভা! আভা! আভা! Poor, poor, unfortunate girl; who is responsible for her death. যে ঘরে আভার স্থান হলো না—সে ঘরে আমারও স্থান নেই, [আভা যে তাই বলে গেল।] এখন আমার সামনে একটি মাত্র ঘর আছে—তার নাম পৃথিবী—আর তাতে একটি মাত্র জীব আছে, তার নাম-মানুষ—নির্য্যাতিত মানুষ। আজ থেকে এদের সেবাতেই নিযুক্ত হলাম। homeless, denomination less মানব সন্তান। তবু-তবু-এ অত্যাচার যে কিছুতেই ভুলতে পাচ্ছি না। নীরোদবাবু! লেখক! আপনি জবাব দিন। আভার মৃত্যুর জন্যে কে দায়ী? কে দায়ী?

নীরোদ—কে দায়ী! জানেন না কে দায়ী? কিন্তু না, তার উত্তর মুখে দেব না। এইবার আমার লেখার মধ্যে দিয়েই দেব।

আলি—দিন, দিন তাই দিন। যাই যাবার আগে একবার আভার মরণমুখ দেখে যাব।

শশাঙ্ক—আভার মরণমুখ, সর্ব্বনাশ! এই বার ত police; unnatural death! Port mortom. ওঃ নরেশ, কি দেখছ দাঁড়িয়ে? রায় বাহাদুরকে খবর দাও! আঃ কি বিদিকিচ্ছি ব্যাপারই সুরু হলো! আর ত কিছুই গোপন থাকবে না! আঃ ভগবান আমার এতবড় উঁচু মাথাটা কোথায় নাবিয়ে দিলে।

(নরেশ, শশাঙ্ক ও শুভার প্রস্থান)

নীরোদ—(অনেকক্ষণ গালে হাত দিয়ে বসে থেকে) লতা এইবার আমার লেখবার প্লট পেয়েছি, বিষয় পেয়েছি, character পেয়েছি, আত্মা পেয়েছি।

লতা—কি বিষয় ?

নীরোদ—আভা !

লতা—আভা !

নীরোদ—হ্যাঁ' সমাজের এই নির্য্যাতিত আভার দলই হবে আমরা লেখার বিষয় বস্তু।

লতা—বেশ—লেখো ! বেচারা নিজে যে কথা বলতে পারল না—তুমি যেন তা বলতে পারো। কিন্তু আমার একটা কথা রাখতে হবে। তাকে যেন মেরোনা বাপু।

নীরোদ—না লতা, আমার লেখায় আভারা মরবে না। তারা বাঁচবে ! মানুষের মধ্যে মানুষের মত হয়ে বাঁচবে। লতা এ যুগের কাছ থেকে আমরা পেলাম শুধুই ব্যথা মৃত্যু পরবর্ত্তী যুগকে উত্তরাধিকার দিয়ে যাব আনন্দ আশা। আশা নিয়েই ত মানুষ বেঁচে থাকে। আমার নায়ক নায়িকারা দুঃখকে জয় করবেই। দুঃখ কখন তাদের শেষ করতে পারবে না।

লতা—কিন্তু ওরা যে ওখানে গেল আর আমাদের বসে থাকা ভাল দেখায় না'—চল

নীরোদ—চল।